

10 MINUTE
SCHOOL

অনলাইন ব্যাচ

৬ষ্ঠ - ১০ম

৮ম শ্রেণি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

আলোচ্য বিষয়

অধ্যায় ২ - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

অনলাইন ব্যাচ সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো

📞 16910

ব্যবহারবিধি

এক নজরে...

দেখে নাও এই অধ্যায় থেকে কোথায় কোথায় প্রশ্ন এসেছে এবং সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী গুরুত্ব।

কুইক টিপস

সহজে মনে রাখার এবং দ্রুত ক্যালকুলেশন করতে সহায়ক হবে।

বহুনির্বাচনী (MCQ)

বিগত বছর গুলোতে বোর্ড, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বহুনির্বাচনী দেখে নাও উত্তরসহ।

সৃজনশীল (CQ)

পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল দেখে নাও উত্তরসহ।

প্র্যাকটিস

পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো প্র্যাকটিস করে নিজেকে যাচাই করে নাও।

উত্তরমালা

প্র্যাকটিস সমস্যাগুলোর উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও।

উদাহরণ

টপিক সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ।

সূত্রের আলোচনা

সূত্রের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নাও।

টাইপ ভিত্তিক সমস্যাবলী

সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সুসজ্জিত আলোচনা।

এক নজরে...

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতিসহ সকল বিষয়ে অমিল থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মীয় মিলের কারণে পূর্ব-বাংলাকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ করা হয়। এই নতুন রাষ্ট্র পূর্ব-বাংলার মানুষের জীবনে কোনো মুক্তির স্বাদ আনতে পারে নি। শাসকের হাত বদল হয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণ নতুন আরেকটি ভিনদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হতে থাকে। পরবর্তী কালে অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম ত্যাগ-তিতীক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরিপূর্ণভাবে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসের পথ অনেক ঘটনাবল। সপ্তম শ্রেণিতে আমরা ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ৭০ এর নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা ১৯৭০ এর নির্বাচন পরবর্তী সময় ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানব।

পাঠ-১: সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ষড়যন্ত্র শুরু করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বার বার স্থগিত ঘোষণা করলে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মার্চের শুরু থেকে অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চ ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক দেন। ফলে বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরু হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ২৫শে মার্চ বর্বর গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ। মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনায় পরিচালিত নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় লাভ করে।

একদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে তৎকালীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তা বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি ঢাকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। বিশেষ করে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এছাড়া শিক্ষক, পেশাজীবী ও মহিলা সংগঠনগুলোও এগিয়ে আসে। একাত্তরের মার্চের শুরু থেকে প্রতিদিনের সকল সমাবেশে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে এই দিন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জনগণ এবারও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাড়া দেয়। শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তি সঙ্ঘামের আরেক অন্যান্য-অসহযোগ আন্দোলন।

আওয়ামী লীগ ২রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকা শহর ও ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেয়। ২রা মার্চ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশাল সমাবেশে ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নেতৃবৃন্দ দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এটিই ছিল সর্বসাধারণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত ‘স্বাধীন বাংলার’ প্রথম পতাকা। মুক্তিযুদ্ধে এ পতাকা ছিল আমাদের প্রেরণা। ৩রা মার্চ থেকে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৩রা মার্চ গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

এ পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এ পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়।

কাজ: পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে বাঙালির প্রস্তুতির চিত্র তুলে ধরো।

পাঠ-২: ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বাঙ্গালীর স্বাধীনতার প্রস্তুতি

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বিজয়ী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতার নির্দেশ নিয়ে তিনি তাঁর ভাষণে কোর্ট-কাচারি, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। আমরা জানি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনগণের ট্যাক্স বা খাজনায়। তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন, “যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো।”

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগী ভুট্টোর কর্মকাণ্ড দেখে বুঝেছিলেন এরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই তিনি একদিকে আলোচনা ও অন্যদিকে চূড়াও সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি বলেন, “প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লা, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।” বক্তৃতার আর এক জায়গায় তিনি বলেন, “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।” এ কথায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর এ বক্তৃতায় ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ চূড়ান্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত রাখা। বক্তৃতায় শেষ অংশে “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন।

বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ উন্মুক্ত করতে ইয়াহিয়া ঘোষিত ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ৪টি পূর্বশর্ত ঘোষণা করেন।

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার

২. নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর

৩. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত

৪. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া

এ দাবিগুলো মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক এ দাবিগুলো কখনো মেনে নেয় নি। ফলে বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। এ ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য

দৃষ্টান্ত। ইউনেস্কো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে 'ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি ঐতিহ্য হিসাবে ইউনেস্কো অন্তর্ভুক্ত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীর একমাত্র অলিখিত ভাষণ হিসাবে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ভাষণের নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। সেনানিবাস ব্যতীত সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গভর্নর হাউস, সেনানিবাস কিংবা সচিবালয় থেকে নয়, সেদিন বাংলাদেশ পরিচালিত হয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাড়ি (৬৭৭ নম্বর) থেকে। এটাই হয় সরকারের কার্যালয়। আর আওয়ামী লীগের সদর দপ্তরে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যান। অবস্থা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ঢাকা সফরে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৬ই মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। ২২শে মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা ব্যর্থ করে বাঙালি নিধনের নির্দেশনা দিয়ে ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। আর ওই দিনই মধ্যরাতে তারা বাঙালির উপর চরম আঘাত হানেন। ওই কালরাতে পাকিস্তানি সেনারা অসংখ্য বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।

কাজ-১: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও বাঙালিদের প্রস্তুতি বর্ণনা করো।

কাজ -২: শ্রেণিকক্ষে আলোচনার মাধ্যমে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তোমার ধারণা সংক্ষেপে লেখ।

কাজ -৩: শ্রেণিতে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে, এ সম্পর্কে তোমার মতামত দেখ।

পাঠ-৩: ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যায়ত্ত

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে এ অপারেশন সংগঠিত হলেও মূলত এর প্রস্তুতি চলতে থাকে মার্চের প্রথম থেকে। ৩রা মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম. ভি. সোয়াত



জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ভান করে আসলে অভিযানের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন ও অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই ঢাকা শহরের পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের নিয়ন্ত্রণভার পাকিস্তানি সেনাদের গ্রহণ করার কথা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও রেডিও টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ, স্টেট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার, ঢাকা শহরের যাতায়াত ব্যবস্থাসহ শহর নিয়ন্ত্রণ ছিল হানাদার সৈন্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব। অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লায় সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করার কথা উল্লেখ ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখলে রাখাও তাদের লক্ষ্য ছিল। ঢাকার বাইরে এ অপারেশনের প্রধান দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সার্বিকভাবে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান।

পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা সেনানিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তাদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালি। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশলাইন্সে। বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

কিন্তু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের পরিকল্পিত আক্রমণ ঠেকানোর মতো অস্ত্র ও প্রস্তুতি ছিল না তাদের। ফলে পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে তাদের অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ পরিচালিত হয় গভীর রাতে। ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলে ঢুকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে ঘুমন্ত অনেক ছাত্রকে হত্যা করে। ঢাকা হলসহ (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা এবং রোকেয়া হলেও তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। **মার্চের এই গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারী নিহত হন। জহুরুল হক হল সংলগ্ন রেলওয়ে বস্তিতে সেনাবাহিনী আগুন দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংগঠিত হয়। শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।**

ঢাকার বাইরে সারা দেশে সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা অসংখ্য বাঙালি সেনাকে হত্যা করে। এভাবে আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের পুলিশ ও ইপিআর ঘাঁটিগুলোর উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এসব এলাকায় বহু নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী, ২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারের আগেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

কাজ-১: অপারেশন সার্চ লাইটের আওতায় সংগঠিত গণহত্যার ঘটনা দলগতভাবে অভিনয় করে দেখাও।

কাজ- ২: অপারেশন সার্চলাইটের ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করো।

পাঠ-৪: ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা

২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই স্বাধীনতার ঘোষণায় কী বলেছিলেন? তিনি বলেন, “ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলা স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও”। স্বাধীনতার। এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা প্রচারে এগিয়ে আসেন। এদিকে **চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক কর্মী বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রকে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় একই বেতার কেন্দ্র হতে বাঙালি সামরিক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।** বেতারে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রচারিত স্বাধীনতার এই ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠে। **২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তব রূপ লাভ করে।**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ক্রমাগতই এটি একটি গণযুদ্ধে রূপ নেয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের সঙ্গে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারে কর্মরত বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ যুদ্ধে অংশ নেয়।

কাজ- ১. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কিত অন্যান্য ঘোষণা সম্পর্কে শিক্ষকে সহায়তায় সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ-৫: মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্থায়ী সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একে কখনো অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার, আবার কখনো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও বলা হয়। তবে এটি মুজিবনগর সরকার নামে বেশি পরিচিত। এ সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয় এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। ওই দিনই মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে। তবে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক)। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক) এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। অন্য তিন জন মন্ত্রী ছিলেন অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. বেসামরিক কার্যক্রম ও খ. সামরিক কার্যক্রম।

প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনে দপ্তর থাকে। মুজিবনগর সরকারেরও তা ছিল। এগুলো হচ্ছে- প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ-শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, সংস্থাপন, আঞ্চলিক প্রশাসন, তথ্য ও বেতার, স্বরাষ্ট্র, সংসদ বিষয়ক, কৃষি ইত্যাদি।

বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য বা আওয়ামী লীগ নেতাদের অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও এর সদস্য ছিলেন প্রবীণ জননেতা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান মণি সিংহ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর আরেক অংশের সভাপতি মোজাফফর আহমদ ও কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন।

কাজ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর পরিচয় দাও।

পাঠ-৬: মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকার সূষ্ঠা ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এম.এ. জি. ওসমানী। এছাড়া চিফ অব স্টাফ ছিলেন কর্নেল (অব.) আবদুর রব। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর: মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টর বেশ কয়েকটি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল। সেক্টরগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো-

এক নম্বর সেক্টর: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা।

দুই নম্বর সেক্টর: নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ (বর্তমানে জেলা), ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।

তিন নম্বর সেক্টর: আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ ও কিশোরগঞ্জ।

চার নম্বর সেক্টর: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত অঞ্চল।

পাঁচ নম্বর সেক্টর: সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা।

ছয় নম্বর সেক্টর: রংপুর জেলা, দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (বর্তমানে জেলা)।

সাত নম্বর সেক্টর: দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা।

আট নম্বর সেক্টর: কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা জেলার দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা।

নয় নম্বর সেক্টর: দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।

দশ নম্বর সেক্টর: দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ।

এগার নম্বর সেক্টর: কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।



ব্রিগেড ফোর্স

১১টি সেক্টর ও তার অধীন অনেক সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় ব্রিগেডগুলোর অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন 'জেড ফোর্স', মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ ছিলেন 'এস ফোর্স' এবং মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স'-এর অধিনায়ক।

নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী

মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল- ১. নিয়মিত বাহিনী ও ২. অনিয়মিত বাহিনী।

১. নিয়মিত বাহিনী: ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙ্গালি সৈনিকদের নিয়ে বাহিনী গঠিত হয়। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম. এফ. (মুক্তিফৌজ)। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসাবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলে।

২. অনিয়মিত বাহিনী: ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নাম ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ. এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এছাড়া ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় 'মুক্তিবাহিনী'। কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ (মোজাফর), ন্যাপ (ভাসানী) ও ছাত্র ইউনিয়নের আলাদা গেরিলা দল ছিল।

আঞ্চলিক বাহিনী: সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব বাহিনী গড়ে উঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন (ভালুকা, ময়মনসিংহ), বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল), হোমায়ত বাহিনী (গোপালগঞ্জ, বরিশাল), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ), আকবর বাহিনী (মাগুরা), লতিফ



মির্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ, পাবনা), ও জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)। এছাড়া ছিল ঢাকার গেরিলা দল, যা 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত। ঢাকা শহরের বড় বড় স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ব্যাংক ও টেলিভিশন ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ঢাকার গেরিলারা। এভাবে তারা পাকিস্তানী সেনা ও সরকারের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে।

শুধু স্থলপথে নয় নৌপথে 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচালিত অভিযান চলাকালে একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডোগণ সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দেন।

কাজ-১: বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো চিহ্নিত করে।

কাজ-২: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর গঠন ও কাজের বর্ণনা দাও।

পাঠ-৭: মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা

তখনকার হিসাবে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। তবে এদেশের মানুষের একটি ক্ষুদ্রাংশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে ও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই স্বাধীনতা-বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কয়েম করে। মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। তাদের অত্যাচার কখনো কখনো পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যেতো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি সহযোগী সংগঠন-

শান্তি কমিটি: ৯ই এপ্রিল গঠিত হয় ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি'। এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি, পিডিপি ও মুসলিম লীগ নেতারা। মধ্য এপ্রিলে গঠিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যক্রম জেলা, থানা এমনকি কোথাও কোথাও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মূলত এরাই পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায়।

রাজাকার: মুক্তিযুদ্ধের সময় উগ্র ধর্মাত্মক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠে। জামায়াত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনায় সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। এদের বৃহদাংশ ছিল ইসলামি ছাত্র সংঘ ও অন্যান্য উগ্র ধর্মভিত্তিক দলের সদস্য।

আলবদর: আলবদররা ছিল সাক্ষাৎ যমদূত। জামায়াতে ইসলামি ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র সংঘের ছাত্রদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে উঠে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবী অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করে আলবদর বাহিনী।

আল-শামস: আল-শামস আলবদরের মতোই আরেকটি সংগঠন। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আল-শামস বাহিনী গঠন করে।

ডা. মালিক মন্সিসভা

পাকিস্তান সরকার বহির্বিষ্মকে বিভ্রান্ত করতে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আবদুল মোতালিব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে। তার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী তথাকথিত বেসামরিক সরকার ১৭ই সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। ১০ সদস্যবিশিষ্ট মালিক মন্সিসভা পাকিস্তানি সামরিক জাভার পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও নির্দেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। ১৪ই ডিসেম্বর এ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কাজ: মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পরিচয় দাও।

পাঠ-৮: মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশি সহযোগিতা

ক. প্রবাসে বাঙালিদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একত্রিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসীদের আন্দোলন চলে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ার বাঙালিরাও সোচ্চার হয়ে উঠে। গণহত্যার প্রতিবাদে তারা সভা-সমাবেশ আয়োজন করে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করে। কেউ কেউ ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে অংশ নেয়। বহির্বিষ্মে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ করে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে সমর্থন আদায় ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। যারা এ সময় জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, ভারত ও হংকং দূতবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা। তাদের পদত্যাগ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় জাতিসংঘে ৪৭টি দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। এতে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই এপ্রিল মাসে প্রবাসী বাঙালি মহিলাদের একটি প্রতিবাদ মিছিল লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। জুন মাসে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে লন্ডনে মিছিলের আয়োজন করে। মিছিল শেষে এই প্রতিবাদকারীরাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। কলকাতাতেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক এবং লন্ডনেও বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশের পক্ষে মিছিল, সমাবেশ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন আদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

খ. বহির্বিশ্বের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর বড় ও ছোট অনেক দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন বিভিন্নভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এসব দেশের মধ্যে **ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে।**

ভারত

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণে ভারতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। **ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংগঠিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে।** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে তখন যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা প্রতিহত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রায় তিন সপ্তাহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এসব রাষ্ট্র সফরে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কূটনৈতিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন। **নভেম্বরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে দেখা করেন।** এছাড়া ওয়াশিংটনে তিনি বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাথে ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রী, নেতা ও কর্মকর্তারাও বিদেশ সফর করে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন।

গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় ‘শরণার্থী কর’ নামে নতুন একটি কর আরোপ করে। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং নেওয়া শুরু হয় যা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। পাশাপাশি কলকাতার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চার হাজার অফিসার ও জোয়ান প্রাণ বিসর্জন দেয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সে দেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। **ভারতের খ্যাতিমান শিল্পী রবি শঙ্করের উদ্যোগে নিউইয়র্কে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর আয়োজন করা হয়। যুক্তরাজ্যের শিল্পী জর্জ হ্যারিসন এই কনসার্টে অংশ নেন।** কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর হাতে তুলে দেয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। **এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগনি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন।** ওরা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যৌথবাহিনী যাতে সামরিক বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। **যৌথবাহিনীকে ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল।** তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়।

যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী নীতি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রচন্ড ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তান-ঘোষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। স্বভাবতই তাদের



ভূমিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থনে ভারত মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। সোভিয়েত ইউনিয়নও পাল্টা নৌবহর পাঠায়। তবে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে শেষ পর্যন্ত তারা সে নৌবহরকে কাজে লাগায় নি। পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বাধাগ্রস্ত করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসের অনেক সদস্য, বিভিন্ন সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বস্তরের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার সময় থেকে বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। তারাই প্রথম বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার খবর ছড়িয়ে দেয়। সাইমন ড্রিং এরকমই একজন সাংবাদিক। ১৯৭১ এর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান সরকার কিছু বিদেশি সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রিতভাবে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকা সফর করিয়ে তাদের পক্ষে প্রতিবেদন লেখানোর ফন্দি আঁটে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নিজ চোখে সব দেখে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সত্য কথা লিখে পত্রিকা ও বেতারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তা অবহিত করে। এভাবে এছনি ম্যাসকারেনহাস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চাক্ষুষ্যকর তথ্য সারা বিশ্বে প্রকাশ করেন। বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি পুরোটা সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খবর প্রচার করে গেছেন। এদিকে দেশে অবরুদ্ধ থেকেও অনেক বাঙালি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে খবর পাঠিয়েছেন। এজন্য তাদের শত্রুর হাতে চরম মূল্যও দিতে হয়। একাত্তরের শহিদ নিজামউদ্দিন ও নাজমুল হক এরকমই দুজন সাংবাদিক। এছাড়া আকাশবাণী, বিবিসি, ভোয়া প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা' খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। এটি পাঠ করে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'বজ্রকণ্ঠ' ও 'চরমপত্রসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কাজ-১: মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির পরিচয় ও ভূমিকা বর্ণনা করো।

কাজ-২: মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করো।

কাজ-৩: মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

কাজ-৪: গ্রন্থাগার, জাদুঘর ও অন্যান্য সূত্র থেকে খবর ও চিত্র করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ-৯: যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

মুজিবনগর সরকারের সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধ পরিকল্পনার ফলে একাত্তরের মে মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা শুরু করে। জুন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে। এতে পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। মূলত মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে কার্যকর সহায়তা দিতে থাকে। ১৩ই নভেম্বর ট্যাংকসহ দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য যশোরে ঘাঁটি স্থাপন করে।

পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যৌথবাহিনী গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হতো। যৌথবাহিনী গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।



৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ। যৌথবাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ সীমান্তে এ সময় আক্রমণ শুরু হয়। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে চালানো হয় বিমান হামলা। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরের দিন যশোর বিমান বন্দরের পতনের পর যৌথবাহিনী যশোর শহরে প্রবেশ করে। ৮ থেকে ৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী শহর যৌথবাহিনীর দখলে আসে। ১০ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে ঢাকাস্থ কূটনৈতিকবৃদ্ধ ও বিদেশি নাগরিকদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। ঐদিন বিশেষ বিমানযোগে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশি নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১১ থেকে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ মুক্ত হয়।

যৌথবাহিনীর শেষ যুদ্ধ

১২ই ডিসেম্বর ঢাকায় বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের উপর যৌথবাহিনীর বিমান হামলা চলে। যৌথবাহিনী চারদিক থেকে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এর মধ্যে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ শুরু হয়ে যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের তাবেন্দার সরকারের গভর্নর ডা. মালিক ভয়ে পদত্যাগ করে তার মন্ত্রীদের নিয়ে নিরপেক্ষ এলাকায় অর্থাৎ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়। ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যত্র অনেক বড় শহর ও সেনানিবাসে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।



ঐ দিনই পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ঢাকা শহরের চারদিক তখন যৌথবাহিনী ঘেরাও করে রাখে। যে কোনো সময় ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঘটতে পারে অবস্থা সে রকম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আত্মসমর্পণের সুবিধার্থে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যাম মানেকশ'র আহ্বানে উভয় পক্ষ ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল তিনটা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়।

কাজ-১: মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী ও যৌথবাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

কাজ-২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে যৌথভাবে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

পাঠ-১০: গণহত্যা ও নির্যাতন

দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস জুড়ে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আমরা এর আগে জেনেছি, ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। রাতেই তারা সেনানিবাস, ইপিআর দপ্তর, পুলিশলাইন্স ও আনসার ব্যারাকে হামলা চালিয়ে বাঙালি সদস্যদের হত্যা ও বন্দি করতে শুরু করে। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁতিবাজারসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা চালায় ও বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই রাতে গণহত্যার শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজনীতিবিদ শহিদ মশিউর রহমানসহ আরো অনেককে; যাদেরকে পরে আটকে রেখে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

পাকিস্তানি বাহিনী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দেখামাত্র হত্যার নীতি গ্রহণ করে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিল তাদের নির্বিচার হত্যার প্রধান শিকার। তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট, পাড়া ও গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিশেষ টার্গেট। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ও শেষ পর্যায়ে এভাবে দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা থেকে তারা বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক শহিদ সাবের, দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা, নূতন চন্দ্র সিংহ, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের মতো বরণ্য ব্যক্তিবর্গ।

দেশের অভ্যন্তরে মানুষ ছিল অবরুদ্ধ, অনেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের ভয়ে পুরো নয় মাস দেশের ভিতরে আত্মগোপন করে জীবন কাটিয়েছে। আর প্রায় এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। শরণার্থী শিবিরে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, অপুষ্টিতে ও রোগে ভুগে বহু শিশু প্রাণ হারায়। বৃদ্ধ ও নারীদের জীবনেও নেমে আসে চরম নিপীড়ন। একইভাবে দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ মানুষও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের গণহত্যার শিকার হয়। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে ২০মে ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য গণহত্যা ঘটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য এদেশের মুসলিমলীগ ও জামায়াতে ইসলামির নেতারা রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী গঠন করে। এই সকল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, কাদের মোল্লা, কামারুজ্জামানসহ অনেকে। তারা বাংলাদেশ, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এদের সহায়তায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হয় নিরাপরাধ লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড। নারী নির্যাতনের মতো ঘৃণিত কাজেও রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী সরাসরি জড়িত ছিল।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যৌথবাহিনীর আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন তারা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার নীল নকশা তৈরি করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞদের ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সাহিত্যিক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, কথাসিদ্ধি আনোয়ার পাশা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, সাংবাদিক নিজামউদ্দিন, সিরাজুদ্দিন হোসেন, সেলিনা পারভীন এবং ডা. ফজলে রাস্কী ও ডা. আলিম চৌধুরী মতো বরণ্য ব্যক্তিগণ। জাতির এ সূর্য সন্তানদের অধিকাংশই ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে থাকি। বিজয় অর্জনের পরে এসব সূর্য সন্তানদের লাশ রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়। এই অপরাধের দায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনীর উপর বর্তায়।

এই পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেক বধ্যভূমি তৈরি করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বধ্যভূমি হলো ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, খুলনার খালিশপুর, সিলেটের শমসেরনগর ইত্যাদি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নির্জন নদীতীর ও চা বাগানেও অসংখ্য বধ্যভূমি গড়ে তুলেছিল ঘাতকরা।

এই গণহত্যা চলেছে সারাদেশে পুরো নয় মাস জুড়ে। যদিও খুবই নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক তবুও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে আমাদের কিছুটা হলেও জানা দরকার। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করে পরে তারা আটককৃতদের হাত-পা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে নদী, জলাশয় ও গর্তে ফেলে রাখতো। এছাড়া একটি একটি করে অঙ্গচ্ছেদ করে গুলি করে হত্যা করতো। চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, মুখ খেঁতলে দেওয়া,

বেয়নেট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলা, আগ্নেয় সূচ ফুটানো, নখ উপড়ে ফেলা, শরীরের চামড়া কেটে লবণ ও মরিচ দেওয়া ছিল অত্যাচারের নিষ্ঠুর ধরন। বন্দীশালা ও বধ্যভূমি থেকে বেঁচে আসা অনেকের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ আরও ভয়াবহ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কাজ-১: দলগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট শহিদদের ছবি সংগ্রহ করে তাদের পরিচিতিসহ অ্যালবাম তৈরি করো।

কাজ-২: তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান ও তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করো।

পাঠ- ১১: পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। ঐদিন হানাদার বাহিনী তাদের শোচনীয় পরাজয় মেনে নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা লাভ করি প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন যৌথবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার। আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখার জন্য রেসকোর্স ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জয়বাংলা শ্লোগানে ঢাকার আকাশ বাতাস মুখরিত হতে থাকে। রেসকোর্স ময়দানের খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে বসে যৌথবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল অরোরা এবং পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। বন্দী করা হয় পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৯০ হাজার সদস্যকে।

এভাবে আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই, সমগ্র বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় ঐক্য, মিত্রবাহিনীর সক্রিয় সহায়তা এবং বিশ্ব জনমতের সমর্থনে মাত্র নয় মাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তার সফল সমাপ্তিতে পৌঁছে। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা লাভ করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কাজ: আত্মসমর্পণের সময় রেসকোর্স ময়দানের দৃশ্য বর্ণনা করো।

❓ বহুনির্বাচনী (MCQ)

১. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?

(ক) ২৬ শে মার্চ (খ) ২৭শে মার্চ (গ) ১০ই এপ্রিল (ঘ) ১৭ই এপ্রিল উত্তর: ঘ

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সামিয়া ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় | অংশগ্রহণ করে। তার ছবিতে একজন লোক চশমা পরা, কোট পরা, একটি আঙুল উঁচু করে ভাষা দিচ্ছেন আর উপস্থিত জনতা উত্তেজনায় কেটে পড়ছে।

২. বর্ণিত ঘটনার ফলে—

- i. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করা
- ii. ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগ নেয়া
- iii. হরতাল কর্মসূচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৩. সামিয়ার অঙ্কিত চিত্রে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) আবুল কাশেম ফজলুল হক
(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উত্তর: ক

৪. অনুচ্ছেদে উক্ত ব্যক্তির ভাষণ প্রধানত কীসের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

(ক) ভাষা আন্দোলনের (খ) স্বাধীনতা আন্দোলনের
(গ) ছয় দফা বাস্তবায়নের (ঘ) অসহযোগ আন্দোলনের উত্তর: খ

৫. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে কোনটি?

(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) ১৯৭০ সালের নির্বাচন
(গ) ১৯৫৪ সালের নির্বাচন (ঘ) গণঅভ্যুত্থান উত্তর: খ

৬. ইয়াহিয়া খান আলোচনার ভান করে পর্যবেক্ষণ করেন

(ক) ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল (খ) অপারেশন সার্চলাইটের কর্মসূচি
(গ) বঙ্গবন্ধুর গতিবিধি (ঘ) পূর্ব পাকিস্তানিদের মানসিক অবস্থা উত্তর: খ

৭. স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের পূর্ব নাম কোনটি?

(ক) ঢাকা সম্প্রচার কেন্দ্র (খ) চট্টগ্রাম সম্প্রচার কেন্দ্র
(গ) আকাশবাণী সম্প্রচার কেন্দ্র (ঘ) কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র উত্তর: ঘ

৮. যৌথবাহিনী ঢাকার বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের উপর বিমান হামলা চালায় কত তারিখে?

(ক) ১৯৭১ সালের ৯ই ডিসেম্বর (খ) ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর
(গ) ১৯৭১ সালের ১২ই ডিসেম্বর (ঘ) ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর উত্তর: গ

৯. ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চের ঘোষণাকে কী বলা হয়?

(ক) বাঙালির মুক্তির সনদ (খ) সার্বভৌমত্ব লাভ
(গ) গণহত্যার কারণ (ঘ) নির্বাচনি প্রচারণা উত্তর: ক

১০. বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ঘোষণা করেন?

(ক) ২৫ শে মার্চ ১৯৭১

(খ) ২৬শে মার্চ ১৯৭১

(গ) ৭ই এপ্রিল ১৯৭১

(ঘ) ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১

উত্তর: খ

১১. 'ক্রাকপ্লাটুন' কী?

(ক) জাতীয় সংগঠন

(খ) রাজাকার বাহিনী

(গ) মিত্রবাহিনী

(ঘ) গেরিলা দল

উত্তর: ঘ

১২. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল কেন?

(ক) দেশকে জনশূন্য করার জন্য

(খ) যুদ্ধে জয়লাভের জন্য

(গ) অশিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য

(ঘ) দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য

উত্তর: ঘ

১৪. ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর জন্য এদেশের সংগীত শিল্পীরা কনসার্ট-এর আয়োজন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অর্থসংগ্রহের জন্য অনুরূপ কনসার্টের সাথে কার নামটি জড়িত?

(ক) মাইকেল জ্যাকশন

(খ) জর্জ হ্যারিসন

(গ) রুনা লায়লা

(ঘ) লতা মঙ্গেশকর

উত্তর: খ

১৫. জর্জ হ্যারিসন আয়োজিত কনসার্টের নাম কী ছিল?

(ক) মার্কিন কনসার্ট

(খ) ফর বাংলাদেশ কনসার্ট

(গ) স্বাধীন বাংলা কনসার্ট

(ঘ) পূব বাংলা কনসার্ট

উত্তর: খ

১৬. ২৫শে মার্চ প্রথম আক্রমণের শিকার হয়—

(ক) পিলখানা

(খ) রাজারবাগ

(গ) ফার্মগেট

(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর: গ

১৯. বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় কত তারিখে?

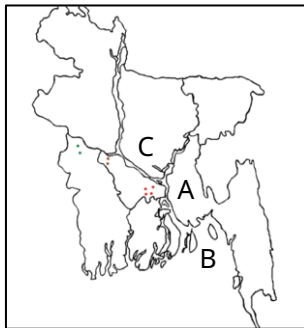
(ক) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০

(খ) ২ মার্চ, ১৯৭১

(গ) ৭ মার্চ, ১৯৭১

(ঘ) ২৫ মার্চ, ১৯৭১

উত্তর: খ



২০. মুক্তিযুদ্ধে 'B' স্থানটি কত নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

(ক) ১ নং

(খ) ৮ নং

(গ) ১০ নং

(ঘ) ১১ নং

উত্তর: গ

২১. নিচের কোন শহরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রথম মিশন স্থাপন করা হয়?

(ক) নিউইয়র্কে

(খ) কলকাতা

(গ) টোকিওতে

(ঘ) রোমে

উত্তর: খ

২২. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা মুক্তিযুদ্ধে কী হিসেবে কাজ করে?

- (ক) স্বাধীন ইচ্ছা (খ) প্রেরণা
(গ) সাহস (ঘ) দাবি

উত্তর: খ

২৩. ঢাকার বাইরে অপারেশন সার্চলাইটের নেতৃত্ব দেন কে?

- (ক) টিক্কা খান (খ) জুলফিকার আলী ভুট্টো
(গ) ইয়াহিয়া খান (ঘ) খাদিম হোসেন রাজ

উত্তর: ঘ

২৪. মুজিব নগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

- (ক) তাজউদ্দীন আহমদ (খ) এম. মনসুর আলী
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ঘ) এ এইচ এম কামারুজ্জামান

উত্তর: গ

২৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় হেমায়েত বাহিনী কোন এলাকায় গড়ে ওঠে?

- (ক) সিরাজগঞ্জ ও পাবনা (খ) বরিশাল ও মাগুরা
(গ) বরিশাল ও গোপালগঞ্জ (ঘ) ভালুকা ও ময়মনসিংহ

উত্তর: গ

২৬. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

- (ক) কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী (খ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার
(গ) মেজর খালেদ মোশাররফ (ঘ) মেজর কে. এম. শফিউলহ

উত্তর: ক

২৭. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুর কোন সেক্টরে ছিল?

- (ক) ছয় (খ) সাত (গ) আট (ঘ) নয়

উত্তর: ক

২৮. 'K' ফোর্স-এর অধিনায়ক কে ছিলেন?

- (ক) মেজর কে.এম. শফিউলহ (খ) মেজর জিয়াউর রহমান
(গ) মেজর খালেদ মোশাররফ (ঘ) মেজর ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

উত্তর: গ

২৯. অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনা করেন-

- (ক) জিয়া বাহিনী (খ) নৌ-কমান্ডোগণ
(গ) মুজিব বাহিনী (ঘ) ক্র্যাক প্লাটুন

উত্তর: খ

৩০. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

- (ক) ২২ অক্টোবর (খ) ৩ ডিসেম্বর (গ) ৬ ডিসেম্বর (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

উত্তর: গ

৩১. চরমপত্র পাঠ করে বাঙালি জাতিকে ২৩ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত করে তুলতেন কে?

- (ক) এম আর আখতার মুকুল (খ) দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) মার্ক টালি (ঘ) জর্জ হ্যারিসন

উত্তর: খ

৩২. কোন মহাসাগরে আল বুর্কা কর্তৃত্ব অধিকার করেছিলেন?

- (ক) বঙ্গোপসাগর (খ) ভারত (গ) আটলান্টিক (ঘ) প্রশান্ত

উত্তর: ক

৩৩. ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরও বেগবান হয়—

- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে
- শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে
- নিয়মিত মিছিল-মিটিংয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

৩৪. গণহত্যার ফলে আমাদের দেশের অগণিত মানুষ—

- i. নিহত হয়েছিল ii. গৃহহারা হয়েছিল iii. আপনজন হারিয়েছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৩৫. জাতীয় পরিষদে যোগদানের পূর্ব শর্ত ছিল -

- i. সামরিক শাসন প্রত্যাহার
ii. গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা
iii. সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ক

৩৬. স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময় তারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। এ বিভক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৬ নম্বর সেক্টর ছিল—

- i. রংপুর জেলা
ii. দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল
iii. দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: খ

৩৭. ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার ফলে -

- i. আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর অনিশ্চিত হয়ে যায়
ii. সর্বাঙ্গিক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়
iii. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮, ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আবদুল জলিল একজন ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি তার শ্রেণিকক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ভাষণ থেকেই বাংলার মানুষ যুদ্ধের নিদর্শন ও স্বাধীনতা অর্জনের অনুপ্রেরণা পায়। তারপর থেকেই শুরু হয় শত্রুর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন।

৩৮. উল্লিখিত ভাষণ কী নামে পরিচিত?

- (ক) ৭ই মার্চের ভাষণ (খ) ১৬ই ডিসেম্বরের ভাষণ
(গ) ১২ই এপ্রিলের ভাষণ (ঘ) ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষণ উত্তর: ক

৩৯. এ ভাষণের ফলাফল হলো-

- i. মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা
ii. অসহযোগ আন্দোলন করা
iii. হানাদার বাহিনীর সাথে লড়াই করার প্রেরণা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪০ ও ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৪০. মানচিত্রে 'ক' চিহ্নিত স্থানে কত নম্বর সেক্টরটি অবস্থিত?

- (ক) ১ (খ) ২ (গ) ১০ (ঘ) ১১ উত্তর: ক

৪১. উক্ত চিত্রে 'খ' সেক্টরের অন্তর্গত এলাকাগুলো হচ্ছে —

- (ক) নৌকামান্ড ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল (খ) ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা
(গ) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত (ঘ) ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ উত্তর: ঘ

পাঠ-১: মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

৪২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয় কত সালে?

- (ক) ১৯৫২ (খ) ১৯৭১ (গ) ১৯৬৯ (ঘ) ২০০৭ উত্তর: খ

৪৩. ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা কোথায় প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন?

- (ক) ঐতিহাসিক বটতলায় (খ) রমনায়
(গ) রেসকোর্স ময়দানে (ঘ) ধানমন্ডিতে উত্তর: গ

৪৪. ডাকসু কী?

- (ক) ছাত্রলীগের সংগঠন (খ) ছাত্রদলের সংগঠন
(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ঘ) ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদ উত্তর: গ

৪৫. ৩রা মার্চ থেকে কী শুরু হয়?

- (ক) সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি (খ) অসহযোগ আন্দোলন
(গ) মানববন্ধন কর্মসূচি (ঘ) পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি উত্তর: ক

৪৬. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন?

- (ক) শহিদ মিনারে (খ) ওসমানি উদ্যানে
(গ) রেসকোর্স ময়দানে (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তর: গ

৪৭. বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া আলোচনা চলে কত তারিখ পর্যন্ত?

- (ক) ২৫ শে মার্চ (খ) ২৬ শে মার্চ
(গ) ২৭ শে মার্চ (ঘ) ২৮শে মার্চ উত্তর: ক

৪৮. মুক্তি সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে?

- (ক) ইয়াহিয়া খান (খ) আইয়ুব খান
(গ) ইস্কান্দার মির্জা (ঘ) জুলফিকার আলী ভুট্টো উত্তর: ক

৪৯. কত তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করা হয়?

(ক) ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

(খ) ১লা জানুয়ারি, ১৯৭২

(গ) ২রা মার্চ, ১৯৭১

(ঘ) ৪ঠা জুন, ১৯৭২

উত্তর: গ

৫০. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় কোন দল?

(ক) মুসলিম লীগ

(খ) গণতন্ত্রী দল

(গ) নেজামে ইসলামী পার্টি

(ঘ) আওয়ামী লীগ

উত্তর: ঘ

৫১. ইয়াহিয়া খান কেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঘোষণা দেন?

(ক) জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য

(খ) প্রেসিডেন্ট অসুস্থ থাকার কারণে

(গ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে

(ঘ) ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে

উত্তর: ঘ

৫২. ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(ক) মুক্তিযুদ্ধের উদ্দীপনায়

(খ) ক্ষমতা গ্রহণ

(গ) পাকিস্তানের প্রতিহিংসা

(ঘ) প্রাদেশিক পরিষদ গঠন

উত্তর: ক

৫৩. কী কারণে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল?

(ক) বাংলার স্বাধীনতা আদায়ে

(খ) আওয়ামী লীগের বিরোধিতায়

(গ) পাকিস্তানি শাসকের চক্রান্তে

(ঘ) আওয়ামী লীগের কঠোরতায়

উত্তর: ক

৫৪. জুলফিকার আলী ভুট্টো কীভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করেছিলেন?

(ক) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে

(খ) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে

(গ) ঢাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে

(ঘ) ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে

উত্তর: খ

৫৫. ভুট্টোর চালে সাড়া দিয়ে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে কী প্রভাব দেখা দেয়?

(ক) আওয়ামী লীগের ভিতর দলীয় কোন্দল বেড়ে যায়

(খ) আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বাধাগ্রস্ত হয়

(গ) আওয়ামী লীগ ভেঙে পড়ে

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়

উত্তর: খ

৫৬. আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করলে কী প্রভাব পড়ে?

(ক) মুক্তিযুদ্ধ বেধে যায়

(খ) মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে।

(গ) অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়

(ঘ) রাজাকার বাহিনী গড়ে ওঠে

উত্তর: গ

৫৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ কী?

(ক) এ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল

(খ) বাংলার মানুষের প্রথম ভোট দান

(গ) বাংলার স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ

(ঘ) বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন

উত্তর: গ

৫৮. ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করার যথার্থ কারণ কোনটি?

(ক) জনতার শক্তি প্রদর্শনের জন্য

(খ) আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার জন্য

(গ) পার্লামেন্ট বর্জনের জন্য

(ঘ) স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য

উত্তর: খ

৫৯. ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের কোন মনোভাব প্রকাশ পায়?

(ক) গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা

(খ) গণতন্ত্রকে নস্যাতকরণ

(গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী

(ঘ) দেশের প্রতি ভালোবাসা

উত্তর: গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬০. ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেয়—

- i. ছাত্ররা ii. পেশাজীবী সংগঠন iii. শিক্ষক সমিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৬১. দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন পতাকা—

- i. ২রা মার্চ সকাল ১১ টায় উত্তোলন করা হয়।
ii. মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে
iii. বঙ্গবন্ধু উত্তোলন করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ক

৬২. তিতুমীর ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাথে তিতুমীরের সঙ্গে মিল রয়েছে—

- i. এ.কে ফজলুল হকের ii. নাজিমউদ্দীনের iii. শেখ মুজিবুর রহমানের

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিনাকে তার নানা মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা সাহেব বলেন, ৭০-এর নির্বাচনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঢাক বাজতে শুরু করে।

৬৩. মিনার নানা কোন সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?

- (ক) ১৯৭০ (খ) ১৯৭১

- (গ) ১৯৭২ (ঘ) ১৯৭৩ উত্তর: খ

৬৪. উক্ত নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়?

- (ক) মুসলিম লীগ (খ) আওয়ামী লীগ
(গ) পাকিস্তান পিপলস পার্টি (ঘ) মুসলিম ব্রাদারহুড উত্তর: খ

পাঠ-২: ৭ই মার্চের ভাষণের বৈশিষ্ট্য

৬৫. বঙ্গবন্ধু কোথায় ৭ই মার্চের ভাষণ দেন?

- (ক) রেসকোর্স ময়দানে (খ) রমনা পার্কে
(গ) শিশু পার্কে (ঘ) টিএসসিতে উত্তর: ক

৬৬. বাংলাদেশের নামকরণ করেন কে?

- (ক) ইয়াহিয়া খান (খ) টিক্কা খান
(গ) শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) খাজা নাজিমউদ্দীন উত্তর: গ

৬৭. ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান কেন ঢাকায় আসেন?

- (ক) আলোচনা করতে (খ) যুদ্ধ করতে
(গ) সমস্যার সৃষ্টি করতে (ঘ) ব্যক্তিগত কারণে উত্তর: ক

৬৮. ৭ই মার্চের বক্তৃতায় উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ১০ হাজার (খ) ১০ লক্ষ (গ) ৫০ হাজার (ঘ) ১ লক্ষ উত্তর:খ

৬৯. ভুট্টো-ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন কোন তারিখে?

(ক) ২৫ শে মার্চ (খ) ২৩ শে মার্চ (গ) ২৪ শে মার্চ (ঘ) ২২ শে এপ্রিল দ্বীপ উত্তর: ক

৭০. ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া-বঙ্গবন্ধু আলোচনা শুরু হয় কোন

(ক) ৭ই শে মার্চ (খ) ২২শে মার্চ (গ) ১৬ই মার্চ (ঘ) ১৬ ই ডিসেম্বর উত্তর:গ

৭১. ১৫ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কে আলোচনার ভান করে?

(ক) আইয়ুব খান (খ) ইয়াহিয়া খান
(গ) খাজা নাজিমুদ্দিন (ঘ) রাও ফরমান আলী উত্তর: খ

৭২. যার যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান কে জানিয়েছেন?

(ক) টিক্কাখান (খ) ইয়াহিয়া খান (গ) বঙ্গবন্ধু (ঘ) জিয়াউর রহমান উত্তর: গ

৭৩. ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু কয়টি পূর্বশর্ত দিয়েছিলেন?

(ক) ১১ (খ) ১০ (গ) ৪ (ঘ) ১৫ উত্তর:গ

৭৪. বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে কোর্ট-কাচারি, অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন কেন?

(ক) পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতার জন্য (খ) পাকিস্তান সরকারের অসহযোগিতার জন্য
(গ) বাঙালিকে কষ্ট দেয়ার জন্য (ঘ) আওয়ামী লীগের প্রভাব বুঝতে উত্তর:খ

৭৫. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগী ভুট্টোর কর্মকাণ্ড দেখে কী বুঝেছিলেন?

(ক) ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না (খ) সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করবে
(গ) বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করবে (ঘ) পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করবে উত্তর: ক

৭৬. বঙ্গবন্ধু প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে বললেন কেন?

(ক) জনগণের আশ্রয়ের জন্য (খ) পাকিস্তানিদের আটক করার জন্য
(গ) নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য (ঘ) যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উত্তর:ঘ

৭৭. বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বলে কিসের ডাক দেন?

(ক) যুদ্ধের (খ) স্বাধীনতার (গ) ক্ষমতা গ্রহণের (ঘ) সার্বভৌমত্বের উত্তর:খ

৭৮. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণাকে কী বলে বিবেচনা করা হয়?

(ক) বাঙালির জাতীয় দলিল (খ) পাকিস্তানের পতনের সমন
(গ) বাঙালির মুক্তি সনদ (ঘ) বাঙালির উন্নয়নের কাণ্ডারি উত্তর:গ

৭৯. কী কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?

(ক) ক্ষমতা লাভের জন্য (খ) পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে
(গ) ভারত সরকারকে খুশি করতে (ঘ) আন্তর্জাতিক চাপ সামলাতে উত্তর:খ

৮০. ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয় কেন?

(ক) বক্তৃতা দেয়ার জন্য (খ) আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার জন্য
(গ) সভা করার জন্য (ঘ) একত্রিত হওয়ার জন্য উত্তর:খ

৮১. বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে কার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন?

(ক) যুবকদের (খ) ছাত্রদের (গ) বুদ্ধিজীবীদের (ঘ) আওয়ামী লীগের উত্তর:ঘ

৮২. বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন অব্যহত রাখার নির্দেশ দেন কেন?

(ক) শর্ত না মানার কারণে

(খ) তাকে গ্রেফতার করার কারণে

(গ) গণহত্যার কারণে

(ঘ) বৈঠকে না বসার কারণে

উত্তর: ক

৮৩. কোন ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন?

(ক) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে

(খ) দুর্গ গড়ে তোল বলে

(গ) খাজনা বন্ধ করে দেওয়া হলো বলে।

(ঘ) সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল বলে

উত্তর: ক

৮৪. ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন কে?

(ক) জুলফিকার আলী ভুট্টো

(খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

(গ) আইয়ুব খান

(ঘ) ইয়াহিয়া খান

উত্তর: ক

৮৫. বঙ্গবন্ধুর কোন কথায় বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়া যায়?

(ক) 'তোমরা আমার ভাই'

(খ) তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে

(গ) আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি

(ঘ) ২৮তারিখ এসে বেতন নিয়ে যাবেন

উত্তর: খ

৮৬. প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'- কথাটির তাৎপর্য কী?

(ক) গেরিলা যুদ্ধের পূর্বাভাস

(খ) গৃহযুদ্ধের পূর্বাভাস

(গ) সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের পূর্বাভাস

(ঘ) আন্তর্জাতিক পূর্বাভাস

উত্তর: ক

৮৭. বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার মূল প্রত্যয় কোনটি বলে তুমি মনে কর?

(ক) এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম

(খ) এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম

(গ) তোমরা আমার ভাই

(ঘ) ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল

উত্তর: খ

৮৮. বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ৪টি পূর্বশর্ত দেন। এর কারণ কী?

(ক) নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ উন্মুক্ত করতে

(খ) সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা

(গ) গণহত্যা বন্ধ করা

(ঘ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা

উত্তর: ক

৮৯. বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ৪টি পূর্বশর্ত দেন। এর কারণ কী?

(ক) নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ উন্মুক্ত করতে

(খ) সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা

(গ) গণহত্যা বন্ধ করা

(ঘ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা

উত্তর: ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯০. বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মাধ্যমে বাঙালিকে প্রস্তুত করেন-

i. যুদ্ধ ও মুক্তির জন্য

ii. ক্ষমতায় নেয়ার জন্য

iii. স্বাধীনতার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ

৯১. বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সংগ্রামকে বলেছেন—

- i. মুক্তির সংগ্রাম ii. স্বাধীনতার সংগ্রাম iii. ক্ষমতা আদায়ের সংগ্রাম

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

৯২. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির মুক্তির সনদ -

- i. সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে
ii. সারাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে
iii. মানুষকে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেনিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৯৩. ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু পূর্বশর্ত ছিল-

- i. সামরিক শাসন প্রত্যাহার
ii. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত
iii. গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৯৪. বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাঙালিকে তিনি—

- i. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন
ii. মুক্তির জন্য প্রস্তুত করেন
iii. স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৯৫. ৭ই মার্চের ভাষণ সারাদেশের মানুষকে—

- i. স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে
ii. ঐক্যবদ্ধ করে
iii. স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৯৬. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতার জন্য অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন—

- i. কোর্ট-কাচারি ii. অফিস iii. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৯৭. "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।"— এ উক্তিটির সঙ্গে জড়িত—

- i. ৭ই মার্চের ভাষণ
ii. গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশ
iii. জাতীয়তাবাদী চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

৯৮. "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সন্ধাম" বঙ্গবন্ধুর এ উক্তিটির তাৎপর্য হলো-

- i. বাঙালির মুক্তি
- ii. বাংলার স্বাধীনতার ডাক
- iii. পাকিস্তানি শাসনের অবসান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ছোট ছেলে সুমন সকালে বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত জাতির জনকের ভাষণ শুনে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, একথা কে বলেছেন, কেন বলছেন? তার মা তার প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

৯৯. সুমনের বেতারে শোনা ভাষণটি কত তারিখে প্রদত্ত?

- (ক) ৩রা মার্চ (খ) ৭ই মার্চ (গ) ২৬ শে মার্চ (ঘ) ১০ই ফেব্রুয়ারি উত্তর: খ

১০০. উক্ত ভাষণের মূল প্রাতিপাদ্য বিষয় হলো--

- i. ঐক্যবদ্ধ করা
- ii. সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা
- iii. স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

পাঠ-২: গণহত্যার প্রস্তুতি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০১. অপারেশন সার্চলাইট কী?

- (ক) ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ (খ) ৭১-এর গণহত্যার অভিযান

- (গ) ৭১-এর মিছিল (ঘ) ৭১-এর বৈঠক উত্তর: খ

১০২. অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয়েছিল কত তারিখে?

- (ক) ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ (খ) ৩রা মার্চ, ১৯৭১

- (গ) ২২শে আগস্ট, ২০০৭ (ঘ) ২১শে নভেম্বর, ২০০৮ উত্তর: ক

১০৩. অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?

- (ক) আইয়ুব খানকে (খ) ইয়াহিয়া খানকে

- (গ) খাজা নাজিমুদ্দিনকে (ঘ) রাও ফরমান আলীকে উত্তর: ঘ

১০৪. সার্বিকভাবে অপারেশন সার্চলাইটের তত্ত্বাবধান করেন কে?

- (ক) ইয়াহিয়া খান (খ) খাদিম হোসেন রাজা

- (গ) রাও ফরমান আলী (ঘ) টিক্কা খান উত্তর: ঘ

১০৫. মার্চের গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষককে হত্যা করা হয়?

- (ক) ১০ (খ) ২০ (গ) ১০০ (ঘ) ৩০০ উত্তর: ক

১০৬. মার্চের গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতজন ছাত্র ও কর্মচারীকে হত্যা করা হয়?

- (ক) ৩০০ (খ) ৫০০ (গ) ৬০০ (ঘ) ৭০০ উত্তর: ক

১০৭. শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকায় কত লোক নিহত হয়?

- (ক) ২-৩ হাজার (খ) ৪-৫ হাজার
(গ) ৬-৭ হাজার (ঘ) ৭-৮ হাজার

উত্তর:ঘ

১০৮. অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় কখন?

- (ক) ২৫ মার্চ সকালে (খ) ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে
(গ) ২৮ মার্চ দুপুরে (ঘ) ৫ এপ্রিল সকালে

উত্তর:খ

১০৯. বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় কোথা থেকে?

- (ক) টুঙ্গিপাড়া থেকে। (খ) পিলখানা থেকে
(গ) ধানমন্ডি থেকে (ঘ) ইপিআর থেকে

উত্তর:গ

১১০. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কত তারিখে?

- (ক) ৭ই মার্চ (খ) ২৬শে মার্চ (গ) ২৭শে মার্চ (ঘ) ২৯শে মার্চ

উত্তর: খ

১১১. এমভি সোয়াত কী?

- (ক) যুদ্ধাস্ত্র (খ) ট্যাঙ্ক
(গ) রসদ ও অস্ত্র বোঝাই জাহাজ (ঘ) যুদ্ধবিমানের নাম

উত্তর: গ

১১২. কত তারিখে এমভি সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে?

- (ক) ৩রা মার্চ (খ) ২৪শে মার্চ (গ) ২৫শে মার্চ (ঘ) ২৬শে মার্চ

উত্তর: ক

১১৩. অপারেশন সার্চলাইট চলাকালে ঢাকা শহরে কিসের স্রোত বয়ে যায়?

- (ক) সাগরের (খ) রক্তের
(গ) নদীর (ঘ) পানির

উত্তর:খ

১১৪. ১৯৭১ সালে কত তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের উপর হামলা চালায়?

- (ক) ২৩ই মার্চ (খ) ২৪ শে মার্চ (গ) ২৫শে মার্চ (ঘ) ২৬শে মার্চ

উত্তর: গ

১১৫. এমভি সোয়াত ১৯৭১ সালে ৩রা মার্চ কোথায় পৌঁছায়?

- (ক) ঢাকায় (খ) চট্টগ্রাম (গ) ভোলায় (ঘ) নোয়াখালীতে

উত্তর:খ

১১৬. ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী প্রথমে কোন সেনানিবাস ও ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ করে?

- (ক) সাধারণ জনগণকে হত্যা করার জন্য (খ) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার জন্য
(গ) ঘাঁটিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য (ঘ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য

উত্তর:গ

১১৭. ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী?

- (ক) স্যার এ.এফ. রহমান হল (খ) সূর্যসেন হল
(গ) জহুরুল হক হল (ঘ) মুহসীন হল

উত্তর:গ

১১৮. কেন ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন?

- (ক) অপারেশন সার্চলাইটের পর্যবেক্ষণের জন্য (খ) রাজনৈতিক বৈঠকের জন্য
(গ) ক্ষমতা অর্পণ করতে (ঘ) শান্তি আলোচনার জন্য

উত্তর: ক

১১৯. ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী কোথায় প্রথম আক্রমণ করে?

- (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খ) রাজারবাগে
(গ) সেনানিবাস ও ইপিআর ঘাঁটিতে (ঘ) গাজীপুরে

উত্তর:গ

১২০. ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি এখন একটি জাদুঘর। এটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ছিল। এ বাড়িতে পাকিস্তানি বাহিনী কেন এসেছিল?

- (ক) আহারের জন্য (খ) বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে
(গ) আলোচনার জন্য। (ঘ) বাড়িটি ঘুরে দেখতে

উত্তর:খ

১২১. ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন কোন নেতা?

- (ক) আইয়ুব খান (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(গ) জুলফিকার আলী ভুট্টো (ঘ) ইয়াহিয়া খান

উত্তর:গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২২. আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হয়-

- i. ইয়াহিয়া ও মুজিবের ii. মুজিব ও ভুট্টোর iii. ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

১২৩. অপারেশন সার্চলাইটের আওতাভুক্ত অঞ্চল ছিল -

- i. রাজশাহী ii. যশোর iii. খুলনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

১২৪. কিসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি প্রেরণ করা হয়?

- (ক) ফ্যাক্সের মাধ্যমে (খ) টেলিফোনের মাধ্যমে

- (গ) ওয়ারলেসের মাধ্যমে (ঘ) টেলিগ্রামের মাধ্যমে

উত্তর: গ

১২৫. কতদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন?

- (ক) ডিসেম্বর পর্যন্ত (খ) পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত

- (গ) চূড়ান্ত বিজয় না আসা পর্যন্ত (ঘ) ৩ মাস পর্যন্ত

উত্তর: গ

১২৬. কোন বেতার কেন্দ্র স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়?

- (ক) খুলনা বেতার কেন্দ্র (খ) রংপুর বেতার কেন্দ্র

- (গ) কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র (ঘ) ঢাকা বেতার কেন্দ্র

উত্তর: গ

১২৭. স্বাধীনতার ডাক দেন কে?

- (ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) এ. কে ফজলুল হক

- (গ) ইয়াহিয়া খান (ঘ) সোহরাওয়ার্দী

উত্তর: ক

১২৮. মুক্তিযুদ্ধ বাস্তব রূপ লাভ করে কখন?

- (ক) ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পর (খ) ৭ই মার্চের ভাষণের পর

- (গ) ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পর (ঘ) মুজিবনগর সরকার গঠনের পর

উত্তর: ক

১২৯. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ কী রূপ লাভ করে?

- (ক) ছায়া (খ) বাস্তব (গ) পথ (ঘ) সমাপ্তি

উত্তর: খ

১৩০. বঙ্গবন্ধু তার ঘোষণায় যে বার্তাটি দিয়েছিলেন সেটিকে তিনি কী মনে করেছিলেন?

(ক) স্বাধীনতার দলিল

(খ) গণহত্যার বার্তা

(গ) শেষ বার্তা

(ঘ) আনন্দ মিছিলের বার্তা

উত্তর: গ

১৩১. বেতারে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে কী প্রভাব ফেলে?

(ক) মন ভেঙে দেয়।

(খ) হতাশ করে

(গ) আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে

(ঘ) সচেতন করে

উত্তর: গ

১৩২. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচারে কারা এগিয়ে আসেন?

(ক) মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা

(খ) চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

(গ) সাহসী ছাত্ররা

(ঘ) আওয়ামী লীগ সমর্থকবৃন্দ

উত্তর: খ

১৩৩. বঙ্গবন্ধু তার স্বাধীনতা ঘোষণায় কী বলেছিলেন?

(ক) আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন

(খ) প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল

(গ) আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত

(ঘ) কঠোর হস্তে শত্রুর মোকাবিলা কর

উত্তর: ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল—

i. সর্বস্তরের মানুষ

ii. সেনাবাহিনী

iii. পুলিশ ও আনসার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

১৩৫. বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেছিলেন—

i. মেজর জিয়াউর রহমান

ii. এম. এ হান্নান

iii. তাজউদ্দিন আহমেদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

১৩৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে এটি একটি —

i. গণযুদ্ধে রূপ নেয়

ii. মহাযুদ্ধে রূপ নেয়

iii. সংগঠিত রূপ লাভ করে

কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: গ

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

তিনি বলেন, “এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।”।

১৩৭. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বক্তব্যটি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের?

(ক) আবুল কাশেম ফজলুল হক

(খ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

উত্তর: গ

১৩৮. উপরিউক্ত ঘোষণার ফলে —

i. মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তবরূপ লাভ করে

ii. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

iii. বিজয় অর্জিত হয়

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

পাঠ-৫: মুজিবনগর সরকার

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কোন নামে বেশি পরিচিত ছিল?

- (ক) অস্থায়ী সরকার (খ) প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার
(গ) মুজিবনগর সরকার (ঘ) আওয়ামী লীগ সরকার উত্তর: গ

১৪০. মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কত তারিখ অনুমোদন করে?

- (ক) ৫ই এপ্রিল (খ) ১০ই এপ্রিল (গ) ৩রা জুন (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর উত্তর: খ

১৪১. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে কত তারিখে?

- (ক) ১০ই এপ্রিল (খ) ১৭ই এপ্রিল (গ) ৫ই জুন (ঘ) ২৬ শে জুন উত্তর: খ

১৪২. মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

- (ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (খ) জিয়াউর রহমান
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) এ এচএম কামরুজ্জামান উত্তর: গ

১৪৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কতটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়?

- (ক) ৭ (খ) ১০ (গ) ১১ (ঘ) ১৯ উত্তর: গ

১৪৪. ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান কে?

- (ক) এম মনসুর আলী (খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
(গ) তাজউদ্দীন আহমেদ (ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্তর: খ

১৪৫. কাকে চেয়ারম্যান করে মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়?

- (ক) তাজউদ্দীন আহমেদ (খ) হান্নান শাহ
(গ) জিয়াউর রহমান (ঘ) মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী উত্তর: ঘ

১৪৬. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে?

- (ক) এম মনসুর আলী (খ) খন্দকার ইউসুফ আলী
(গ) তাজউদ্দিন আহমেদ (ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম উত্তর: গ

১৪৭. মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

- (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫ উত্তর: ক

১৪৮. প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থাকে কেন?

- (ক) বহুকেন্দ্রিক করতে (খ) মন্ত্রি নির্বাচিত করতে
(গ) শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে (ঘ) বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে উত্তর: গ

১৪৯. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কিসের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ১ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল?

- (ক) যুদ্ধ পরিচালনা করতে (খ) দেশ ভাগ করতে
(গ) সরকার গঠন করতে (ঘ) জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে উত্তর: ঘ

১৫০. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে নিচে কাদের নামের মিল রয়েছে?

- (ক) এএইচএম কামরুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক (খ) এমএজি ওসমানী, মওলানা ভাসানী
আহমদ

- (গ) মণি সিংহ ও মোজাফফর আহমদ (ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মেজর জিয়াউর রহমান উত্তর: ক

১৫১. অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক কী?

- (ক) কূটনৈতিক আলোচনা (খ) শপথ বাক্য পাঠ করানো
(গ) সরকার পরিচালনা (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

উত্তর:খ

১৫২. কোনটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত?

- (ক) বিদেশিদের নিমন্ত্রণপত্র প্রদান (খ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
(গ) বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ (ঘ) বিদেশি নিমন্ত্রণপত্র গ্রহণ

উত্তর:গ

১৫৩. মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এ ক্ষেত্রে নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য?

- (ক) সামরিক ও পররাষ্ট্র (খ) সামরিক ও বেসামরিক
(গ) বেসামরিক ও পররাষ্ট্র (ঘ) পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র

উত্তর:খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৪. প্রত্যেক দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়—

- i. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে
ii. বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে
iii. রাজনীতির মাধ্যমে

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর:ক

১৫৫. মুজিবনগর সরকারের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন—

- i. সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
ii. স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি
iii. অবিসংবাদিত নেতা

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৬ ও ১৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রনি ও জনি ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলে গঠিত সরকারব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিল। রনি জনিকে বলে, এ সরকারের কার্যাবলির মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

১৫৬. উক্ত তারিখে গঠিত সরকারকে বলে-

- i. মুজিবনগর সরকার ii. অস্থায়ী সরকার iii. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

১৫৭. এ সরকারব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন কে?

- (ক) খন্দকার মোশতাক (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) তাজউদ্দিন আহমেদ

উত্তর: খ

পাঠ-৬: মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৮. চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল কোন সেক্টর?

- (ক) ১নং (খ) ২নং (গ) ৩নং (ঘ) ১১নং

উত্তর: ক

১৫৯. মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

(ক) ৭ (খ) ৯ (গ) ১০ (ঘ) ১১ উত্তর: খ

১৬০. কোন সেক্টরে ছিল নৌ কমান্ডো ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল?

(ক) ৮ (খ) ৯ (গ) ১০ (ঘ) ১১ উত্তর: গ

১৬১. মেজরকে কে এম শফিউল্লাহ কোন ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন?

(ক) জেড ফোর্স (খ) এস ফোর্স (গ) কে ফোর্স (ঘ) জি ফোর্স উত্তর: খ

১৬২. মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন কে?

(ক) কর্নেল তাহের (খ) তাজউদ্দিন আহমেদ
(গ) কর্নেল (অব.) আব্দুর রব (ঘ) কে. এম শফিউল্লাহ উত্তর: গ

১৬৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

(ক) ৭ (খ) ৮ (গ) ১০ (ঘ) ১১ উত্তর: ঘ

১৬৪. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

(ক) ২নং (খ) ৩নং (গ) ৪নং (ঘ) ৮নং উত্তর: ক

১৬৫. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

(ক) ৫নং (খ) ৬নং (গ) ৮নং (ঘ) ৯নং উত্তর: গ

১৬৬. জেড ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন?

(ক) খালেদ মোশাররফ (খ) জিয়াউর রহমান
(গ) কে এম শফিউল্লাহ (ঘ) মুনসুর আলী উত্তর: খ

১৬৭. মুক্তিযুদ্ধে কয়টি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করা হয়েছিল?

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬ উত্তর: ক

১৬৮. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকায় কোন বাহিনী গেরিলা তৎপরতা চালিয়েছিল?

(ক) বিশেষ বাহিনী (খ) ব্লাক ক্যাট (গ) ক্র্যাক প্লাটুন (ঘ) জ্যাকপট উত্তর: গ

১৬৯. জিয়া বাহিনী কোন অঞ্চলের ছিল?

(ক) নাটোরের (খ) গাইবান্ধার (গ) সুন্দরবনের (ঘ) মাগুরার উত্তর: গ

১৭০. নিয়মিত বাহিনী বলতে কী বোঝায়?

(ক) সৈনিকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (খ) ছাত্রদের নিয়ে গঠিত বাহিনী
(গ) কৃষকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (ঘ) যুবকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী উত্তর: ক

১৭১. গণবাহিনী বলতে কী বোঝায়?

(ক) সৈনিকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (খ) রাজাকারদের নিয়ে গঠিত বাহিনী বাহিনী
(গ) বিদেশিদের নিয়ে গঠিত (ঘ) গণমানুষকে নিয়ে গঠিত বাহিনী উত্তর: ঘ

১৭২. কাদেরকে নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়?

(ক) ছাত্রলীগের কর্মীদের (খ) ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের
(গ) ন্যাপ সদস্যদের (ঘ) ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের উত্তর: খ

১৭৩. মুক্তিফৌজ কোন ধরনের বাহিনী ছিল?

(ক) নিয়মিত বাহিনী (খ) গেরিলা বাহিনী
(গ) বিশেষ বাহিনী (ঘ) অনিয়মিত বাহিনী উত্তর: ক

১৭৫. কোন সেক্টরটি ব্যতিক্রমী ছিল?

(ক) ৭নং (খ) ৮নং (গ) ৯নং (ঘ) ১০ নং উত্তর: ঘ

১৭৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় কেন?

(ক) যুদ্ধ পরিচালনার জন্য (খ) যুদ্ধ বেগবান করার জন্য
(গ) রাজাকার দমনের জন্য (ঘ) সৈন্য রিক্রুটের জন্য উত্তর: ক

১৭৭. কাদেরিয়া বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, বাতেন বাহিনী নিচের কোনটিকে সমর্থন করে?

(ক) নিয়মিত বাহিনী (খ) অনিয়মিত বাহিনী
(গ) আঞ্চলিক বাহিনী (ঘ) বিশেষ বাহিনী উত্তর: গ

১৭৮. মিজানের বাড়ি রাজশাহীতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাড়িটি কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?

(ক) ৬নং (খ) ৭নং (গ) ৫নং (ঘ) ৮ নং উত্তর: খ

১৭৯. মুজিবনগর সরকারের কোন পদক্ষেপের ফলে একাত্তরের মে মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা শুরু করে?

(ক) ব্রিগেড ফোর্স গঠন করার ফলে (খ) সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধ পরিচালনার ফলে
(গ) কেবিনেট গঠনের ফলে (ঘ) দুর্নীতি দমনের ফলে উত্তর: খ

১৮০. কোন বাহিনীকে গণবাহিনী নাম দেয়া হয়?

(ক) হেমায়েত বাহিনী (খ) কাদেরিয়া বাহিনী
(গ) নিয়মিত বাহিনী (ঘ) অনিয়মিত বাহিনী উত্তর: ঘ

১৮১. মুক্তিযুদ্ধে কোন দল 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত ছিল?

(ক) বরিশালের হেমায়েত বাহিনী (খ) ঢাকার গেরিলা দল
(গ) টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী (ঘ) মাগুরার আকর বাহিনী উত্তর: খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮২. মুক্তিযুদ্ধের ১ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল—

i. চট্টগ্রাম ii. পার্বত্য চট্টগ্রাম iii. খুলনা
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

১৮৩. মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল—

i. নিয়মিত বাহিনী ii. অনিয়মিত বাহিনী iii. বিভাগীয় বাহিনী
(ক) ii (খ) i (গ) i ও ii (ঘ) I ও iii উত্তর: গ

১৮৪. নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠেছিল—

i. সেনাবাহিনী নিয়ে ii. বিমানবাহিনী নিয়ে iii. নৌবাহিনী নিয়ে
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

১৮৫. অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়-

i. ছাত্রদের নিয়ে ii. শ্রমিকদের নিয়ে iii. কৃষকদের নিয়ে
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

১৮৬. সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে গড়ে ওঠে-

- | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|
| i. হেমায়েত বাহিনী | ii. কাদেরিয়া বাহিনী | iii. বাতেন বাহিনী | | |
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: ঘ |

১৮৭. মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডোগণ 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচালিত অভিযানে একদিনে ধ্বংস করে-

- | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| i. চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি জাহাজ | | | | |
| ii. চট্টগ্রাম বন্দরে ২২টি জাহাজ | | | | |
| iii. মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ | | | | |
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: খ |

পাঠ-৭: মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৮. মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শান্তি কমিটি গঠিত হয় কবে?

- | | | | |
|----------------------|----------------------|--|----------|
| (ক) ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ | (খ) ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ | | |
| (গ) ৯ই এপ্রিল, ১৯৭১ | (ঘ) ২২শে মার্চ, ১৯৭১ | | উত্তর: ক |

১৮৯. মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজাকার বাহিনী সর্বপ্রথম গঠিত হয় কোথায়?

- | | | | | |
|------------|-------------|---------------|------------|----------|
| (ক) বরিশাল | (খ) খুলনায় | (গ) চট্টগ্রাম | (ঘ) বরিশাল | উত্তর: খ |
|------------|-------------|---------------|------------|----------|

১৯০. আল শামস বাহিনী কোন সংগঠন গঠন করে?

- | | | | |
|--------------------|------------------|--|----------|
| (ক) রাজাকার বাহিনী | (খ) শান্তি কমিটি | | |
| (গ) মুসলিম লীগ | (ঘ) আলবদর | | উত্তর: গ |

১৯১. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল কত?

- | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| (ক) ৬ কোটি | (খ) ৭ কোটি | (গ) ৮ কোটি | (ঘ) ৯ কোটি | উত্তর: খ |
|------------|------------|------------|------------|----------|

১৯২. 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল কতজন?

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| (ক) ১৪০ | (খ) ১৫০ | (গ) ২০০ | (ঘ) ২৫০ | উত্তর: ক |
|---------|---------|---------|---------|----------|

১৯৩. মাওলানা এ.কে.এম ইউসুফ মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন বাহিনী গঠন করেছিল?

- | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------|
| (ক) শান্তি বাহিনী | (খ) রাজাকার | (গ) মুক্তিবাহিনী | (ঘ) বিশেষ ফোর্স | উত্তর: খ |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------|

১৯৪. সাক্ষাৎ যমদূত কাদের বলা হতো?

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|----------|
| (ক) আলবদর বাহিনীকে | (খ) রাজাকারদেরকে | | |
| (গ) আলশামসদের | (ঘ) শান্তি কমিটির সদস্যদের | | উত্তর: ক |

১৯৫. ডা. মালিক মন্সিসভা গঠিত হয় কখন?

- | | | | |
|--------------------|---------------------|--|--|
| (ক) ১৭ই সেপ্টেম্বর | (খ) ২৮শে সেপ্টেম্বর | | |
| (গ) ১৫ই নভেম্বর | (ঘ) ২৭শে ডিসেম্বর | | |

উত্তর: ক

১৯৬. ডা. মালিক মন্সিসভার সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| (ক) ১০ | (খ) ১২ | (গ) ১৪ | (ঘ) ১৮ | উত্তর: ক |
|--------|--------|--------|--------|----------|

১৯৭. কখন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ডা. মালিক মন্সিসভা পদত্যাগ করে?

- | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| (ক) ৬ই নভেম্বর | (খ) ৮ই নভেম্বর | (গ) ১৪ই ডিসেম্বর | (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর | উত্তর: গ |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|

১৯৮. মুক্তিযুদ্ধে কাদের অত্যাচার পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার ছাড়িয়ে যেত?

- | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| (ক) মুক্তিযুদ্ধকামীদের | (খ) রাজাকারদের | (গ) প্রবাসীদের | (ঘ) ব্রিটিশদের | উত্তর: খ |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|

১৯৯. রাজাকার বলতে কী বোঝ?

(ক) রাজার কর্মচারী

(খ) মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চক্র

(গ) ইসলামি দল

(ঘ) নকশাল বাহিনী

উত্তর:খ

২০০. মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা কারা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়?

(ক) মার্কিনিরা

(খ) সাংবাদিকরা

(গ) রাজাকাররা

(ঘ) অশিক্ষিত লোকেরা

উত্তর:গ

২০১. . ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবী অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবায়ন করে কারা?

(ক) পাক বাহিনীরা

(খ) আলশামসরা

(গ) আলবদররা

(ঘ) গোয়েন্দারা

উত্তর:গ

২০২. মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় কত কোটি লোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল?

(ক) ৩০ লক্ষ

(খ) ২১ কোটি ৩০ লক্ষ

(গ) ৭ কোটি ৫০ লক্ষ

(ঘ) ১২ কোটি

উত্তর: গ

২০৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনী গড়ে ওঠার কারণ কী?

(ক) উগ্র ধর্মান্ধতা

(খ) রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ

(গ) ধর্মীয় অপব্যবহার

(ঘ) পুটতরাজ করার জন্য

উত্তর: ক

২০৪. পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার আলবদরের ভয়ে দেশের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ মানুষ পুরো নয় মাস কীভাবে জীবন কাটিয়েছেন?

(ক) ছদ্ম বেশ

(খ) আত্মগোপন করে

(গ) অবাধ চলাফেরা করে

(ঘ) শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে

উত্তর: খ

২০৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের দিক থেকে কোন মন্ত্রিসভার কার্যাবলি ব্যতিক্রম?

(ক) ডা. মালিক মন্ত্রিসভা

(খ) ফজলুল হক মন্ত্রিসভা

(গ) গণপরিষদ মন্ত্রিসভা

(ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভা

উত্তর: ক

২০৬. কোন দাবিতে দেশের ক্ষুদ্র একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে?

(ক) অখণ্ড পাকিস্তানের দাবিতে

(খ) ধর্ম বাস্তবায়নের দাবিতে

(গ) স্বাধীনতার দাবিতে

(ঘ) নতুন দেশের লবিতে

উত্তর: ক

২০৭. নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী সংগঠন ছিল না?

(ক) মুক্তি কমিটি

(খ) রাজাকার

(গ) আলবদর

(ঘ) আলশামস

উত্তর: ক

২০৮. পাকিস্তান সরকার কী কারণে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে?

(ক) সরকারকে বেসামরিক করতে

(খ) বহির্বিষয়ে বিভ্রান্ত করতে

(গ) নতুন সরকার গঠন করতে

(ঘ) সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করতে

উত্তর: খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীশক্তি-

i. রাজাকার বাহিনী

ii. আলশামস বাহিনী

iii. শান্তি কমিটি

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর:ঘ

২১০. স্বাধীনতা বিরোধীরা পাক হানাদারদের হাতে তুলে দেয়—

- পাকিস্তানের পতাকা
- মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজখবর
- প্রগতিশীল বাঙালিদের তালিকা

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

২১১. শান্তি কমিটি গঠিত হয় যেসব দল নিয়ে—

- নেজামে ইসলামী
- জামায়াতে ইসলামী
- মুসলিম লীগ

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১২ ও ২১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

টেলিভিশনে প্রচারিত মানবতাবিরোধীদের বিচার সম্পর্কিত সংবাদ শুনে রেজা তার বাবাকে বলল, এরা কারা? তার বাবা বললেন, এরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের। অখণ্ডতার নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

২১২. রেজার বাবা কাদের কথা বলছিলেন?

(ক) কৃষক (খ) প্রজা (গ) রাজাকার (ঘ) গেরিলা উত্তর: গ

২১৩. রেজার টেলিভিশনে দেখা মানবতাবিরোধীরা পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছিল-

- ধর্মান্তার কারণে
- অখণ্ড পাকিস্তানের দাবিতে
- দেশের স্বার্থের জন্য

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের মুসলিম লীগ পন্থী একটি গোষ্ঠী পাকিস্তানিদের সহায়তা করে। এরা রাজাকার বাহিনী গঠন করে।

২১৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাহিনী প্রথম কে গঠন করেন?

- মওলানা এ কে এম ইউসুফ
- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
- অধ্যাপক গোলাম আযম
- সাল্লাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

উত্তর: ক

পাঠ-৭ প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে ছিলেন?

- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- স্যার এ.এফ. রহমান
- পি. জে. হার্ট
- শেখ মুজিবুর রহমান

উত্তর: ক

২১৬. বাংলাদেশ মিশন সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় কোথায়?

(ক) যশোর (খ) কলকাতা (গ) যুক্তরাজ্য (ঘ) ঢাকা উত্তর: খ

২১৭. বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে জাতিসংঘের কতটি দেশের প্রতিনিধি?

(ক) ৪৭ (খ) ৫০ (গ) ৫৭ (ঘ) ৬০ উত্তর: ক

২১৮. ইউরোপের প্রবাসী বাঙালিরা আন্দোলন করেন কোন দেশকে কেন্দ্রে রেখে?

(ক) জার্মানি (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) বেলজিয়াম (ঘ) যুক্তরাজ্য উত্তর: ঘ

২১৯. এশিয়ার কোন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরা একাত্তরের গণহত্যার বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করে?

(ক) মালয়েশিয়া (খ) ভিয়েতনাম (গ) জাপান (ঘ) থাইল্যান্ড উত্তর:গ

২২০. মুজিবনগর সরকার কোন দেশে মিশন স্থাপন করেছিল?

(ক) জাপান (খ) যুক্তরাজ্য (গ) মিশর (ঘ) চীন উত্তর:খ

২২১. মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিপক্ষে মিশন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ক) পাকবাহিনীদের হটিয়ে দেয়া (খ) পাকিস্তানিদের সাহায্য করা
(গ) বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আনায় (ঘ) তহবিল সংগ্রহ করা উত্তর:গ

২২২. কাকে বহির্বিপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশেষ দূত নিয়োগ করা হয়?

(ক) ড. আকবর আলি খান (খ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) ফজলে হাসান আবেদ উত্তর:খ

২২৩. কোন দূতাবাসের কর্মকর্তারা জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন?

(ক) চীন (খ) রাশিয়া (গ) যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) ইরান উত্তর:গ

২২৪. পাকিস্তান সরকার কেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল?

(ক) অপরাধ নগণ্য বলে (খ) নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে
(গ) জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের বিরোধিতায় (ঘ) সহানুভূতি প্রকাশ করতে উত্তর:গ

২২৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিদের কর্মতৎপরতা কী ছিল?

(ক) হত্যা ও লুটতরাজ (খ) নৈরাজ্য সৃষ্টি
(গ) মিছিল, সমাবেশ (ঘ) দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র উত্তর:গ

২২৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে কত বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পদত্যাগ করে। এটা কোন বিষয়কে সমর্থন করে?

(ক) গণহত্যার প্রতিবাদ (খ) নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য
(গ) লোক দেখানো (ঘ) বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে উত্তর: ক

২২৭. রাজাকার বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল-

(ক) পাক বাহিনীকে হত্যা করা (খ) পাক সেনাদের সাহায্য করা
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা (ঘ) শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা উত্তর: খ

২২৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করে অর্থ সংগ্রহ করত কিসের জন্য?

(ক) নিজে খাওয়ার জন্য (খ) ফান্ড গঠন করার জন্য
(গ) মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য (ঘ) হাসপাতাল তৈরির জন্য উত্তর: গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৯. প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল-

i. জনমত গঠন করে ii. অর্থ সংগ্রহ করে iii. আন্দোলন করে
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

২৩০. মুজিবনগর সরকারের হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আবু সাঈদ চৌধুরী প্রচেষ্টা চালান-

i. বিদেশে জনমত গঠনে
ii. বিদেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করতে
iii. বিদেশের সমর্থন আদায়ে
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

২০১. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার মিশন স্থাপন করে -

- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------|
| i. কলকাতায় | ii. লাহোরে | iii. দিল্লিতে | | |
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: খ |

২০২. মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার বহির্বিদেশের যেসব দেশে মিশন প্রতিষ্ঠা করে তা হলো-

- | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| i. নিউইয়র্ক ও লন্ডন | ii. দিল্লি ও কলকাতা | iii. ওয়াশিংটন | | |
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: ঘ |

২০৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে মিশনস্থাপনের ফলে-

- | | | | | |
|---|-------------|--------------|-----------------|----------|
| i. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সমর্থন আদায় হয় | | | | |
| ii. মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় | | | | |
| iii. পাকিস্তানের প্রতি চাপ সৃষ্টি হয় | | | | |
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: খ |

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০৪ ও ২০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন। মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত তাদের অনুপ্রেরণা ছিল।

২০৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিশেষ দূত কে ছিলেন?

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------|
| (ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী | (খ) অধ্যাপক জিলুর রহমান সিদ্দিকী | |
| (গ) রেহমান সোবহান | (ঘ) ড. কামাল হোসেন | উত্তর: ক |

২০৫. অনুচ্ছেদের প্রবাসী বাঙালিরা একত্রিত হতে থাকেন-

- | | | | |
|---|-------------|--------------|-----------------|
| i. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করার জন্য | | | |
| ii. মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য | | | |
| iii. গণহত্যার প্রতিবাদে | | | |
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |
| | | | উত্তর: খ |

পাঠ-৯: মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিদেশের ভূমিকা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৬. নিচের কোন দেশটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল না?

- | | | |
|------------------|----------------------|----------|
| (ক) ভারত | (খ) সোভিয়েত ইউনিয়ন | |
| (গ) যুক্তরাষ্ট্র | (ঘ) জাপান | উত্তর: গ |

২০৭. পাকিস্তানকে সমর্থন করে ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠায় কোন দেশ?

- | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------|----------|
| (ক) রাশিয়া | (খ) পাকিস্তান | (গ) যুক্তরাষ্ট্র | (ঘ) চীন | উত্তর: গ |
|-------------|---------------|------------------|---------|----------|

২০৮. Concert for Bangladesh- এর আয়োজন করেন কে?

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------|
| (ক) ভূপেন হাজারিকা | (খ) রবি শঙ্কর | |
| (গ) জর্জ হারিসন | (ঘ) সাবিনা ইয়াসমিন | উত্তর: খ |

২০৯. পাকিস্তান কত তারিখে ভারতের বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায়?

- | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| (ক) ৭ই ডিসেম্বর | (খ) ১৬ই ডিসেম্বর | (গ) ৩রা ডিসেম্বর | (ঘ) ৫ই ডিসেম্বর | উত্তর: গ |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|

২৪০. জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

(ক) চীন (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (গ) ভারত (ঘ) যুক্তরাজ্য উত্তর:খ

২৪১. কতসংখ্যক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়?

(ক) প্রায় দশ লক্ষ (খ) প্রায় এক কোটি (গ) প্রায় দুই লক্ষ (ঘ) প্রায় দুই কোটি উত্তর:খ

২৪২. মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে?

(ক) ইন্দিরা গান্ধী (খ) জওহর লাল নেহেরু
(গ) মহাত্মা গান্ধী (ঘ) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী উত্তর:ক

২৪৩. সাইমন ড্রিং কী ছিলেন?

(ক) সাংবাদিক (খ) সংগীত শিল্পী (গ) ব্যবসায়ী (ঘ) সাহিত্যিক উত্তর: ক

২৪৪. মার্ক টালি কোন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক ছিলেন?

(ক) বিবিসি (খ) এনা (গ) সিএনএন (ঘ) রয়টার্স উত্তর: ক

২৪৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে কোথায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়?

(ক) কলকাতায় (খ) লন্ডনে (গ) দিল্লিতে (ঘ) বেইজিং উত্তর: ক

২৪৬. মুক্তিযুদ্ধে নিচের কোন দেশটি বাংলাদেশের পক্ষে ছিল?

(ক) পেরু (খ) কানাডা
(গ) ডেনমার্ক (ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর:ঘ

২৪৭. কোন ভারতীয় শিল্পী বাংলাদেশ কনসার্টে যোগদান করেন?

(ক) জর্জ হ্যারিসন (খ) মার্ক টালি
(গ) রবি শঙ্কর (ঘ) ভূপেন হাজারিকা উত্তর:গ

২৪৮. 'সংবাদ পরিক্রমা' প্রচার করত কোন রেডিও স্টেশন?

(ক) বিবিসি (খ) আকাশবাণী
(গ) সিএনএন (ঘ) ভিওএ উত্তর:খ

২৪৯. ভারত সরকার শরণার্থী কর আরোপ করেছিল কেন?

(ক) শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য (খ) শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য
(গ) যুদ্ধের বায়ভার বহন করতে (ঘ) মুক্তিবাহিনী গঠন করতে উত্তর: ক

২৫০. যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর কাজে লাগায়নি কেন?

(ক) বিকল হয়ে পড়ায় (খ) আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কারণে
(গ) পাকিস্তানের নিষেধাজ্ঞার কারণে (ঘ) বাংলাদেশের পক্ষ লাভের কারণে উত্তর:খ

২৫১. পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করেছিল?

(ক) মিডিয়ার মাধ্যমে (খ) গভর্নর নিযুক্ত করে
(গ) যোগাযোগ রক্ষা করে (ঘ) ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে উত্তর: ক

২৫২. মুক্তিযুদ্ধের সময় কে মানুষকে উজ্জীবিত করেন?

(ক) সুচিত্রা সেন (খ) রবি শঙ্কর (গ) উত্তম কুমার (ঘ) সুপ্রিয়া দেবী উত্তর:খ

২৫৩. Concert for Bangladesh-এর আয়োজন করা হয়েছিল কেন?

(ক) মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য (খ) যুদ্ধ বানচাল করার জন্য
(গ) মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য (ঘ) উৎসব করার জন্য উত্তর: গ

২৫৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত অন্যতম ভূমিকা নেয়—

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| (ক) সেনা মোতায়েন করে | (খ) শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে | |
| (গ) শরণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে | (ঘ) পাকিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে | উত্তর: খ |

২৫৫. ইন্দিরা গান্ধী কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন?

- | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|
| (ক) যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে | (খ) ত্রাণ দিয়ে | |
| (গ) বিশ্ব জনমত গঠন করে | (ঘ) সরকার গঠন করে | উত্তর: খ |

২৫৬. যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ ভণ্ডুল করতে চেয়েছিল?

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------|
| (ক) যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে | (খ) নৌ হামলা চালিয়ে | |
| (গ) সেনা মোতায়েন করে | (ঘ) অনাস্থা প্রস্তাব করে | উত্তর: ক |

২৫৭. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'বজ্রকণ্ঠ' ও 'চরমপত্রসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মধ্যে কী প্রভাব ফেলে?

- | | | |
|------------------|------------------|----------|
| (ক) দুঃখিত করে | (খ) ভীত করে | |
| (গ) উদ্বুদ্ধ করে | (ঘ) শঙ্কাহীন করে | উত্তর: গ |

২৫৮. যুক্তরাষ্ট্র কেন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়?

- | | | |
|---|------------------------------|----------|
| (ক) পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতির কারণে | (খ) ভারত-ঘেঁষা নীতির কারণে | |
| (গ) বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ভালো না থাকার কারণে | (ঘ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র দেশ বলে | উত্তর: ক |

২৫৯. আকাশবাণী ছাড়াও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালায়

- | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|
| (ক) তাস | (খ) এনা | (গ) বিবিসি | (ঘ) সিএনএন | উত্তর: গ |
|---------|---------|------------|------------|----------|

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬০. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে -

- শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন
- শিল্পী জর্জ হ্যারিসন
- শিল্পী রবি শঙ্কর

- | | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: গ |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|

২৬১. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল—

- আকাশবাণী বিবিসি
- বিবিসি
- ভোয়া

- | | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: ক |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|

২৬২. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল—

- চরমপত্র
- বজ্রকণ্ঠ
- সংবাদ পরিক্রমা

- | | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: ক |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|

২৬৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ নেয়-

- চীন
- কানাডা
- যুক্তরাষ্ট্র

- | | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii | (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii | উত্তর: ঘ |
|------------|-------------|--------------|-----------------|----------|

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬৪ ও ২৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

যুদ্ধের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ও নারকীয় তাণ্ডবলীলা দেখে অসংখ্য মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত | প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নেয়। সেখানে অন্য শরণার্থীদের নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

২৬৪. অনুচ্ছেদের দেশটি ভারত হলে যুদ্ধটি কী ছিল?

(ক) পলাশীর যুদ্ধ

(খ) বিশ্বযুদ্ধ

(গ) মুক্তিযুদ্ধ

(ঘ) উপকরীয় যুদ্ধ

উত্তর: গ

২৬৫. প্রায় এক কোটি শরণার্থী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়-

i. নয়মাস ব্যাপী

ii. ভারত সরকারের সহযোগিতায়

iii. স্থায়ী হওয়ার আশায়

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: গ

পাঠ-১০: যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৬. কাদেরকে মিত্রবাহিনী বলা হতো?

(ক) ভারতীয় সৈন্যদের

(খ) কাদেরিয়া বাহিনীকে

(গ) প্রবাসী বাঙালিদের

(ঘ) সপ্তম নৌবহরকে

উত্তর: ক

২৬৭. কত তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ কমান্ড গঠন করে?

(ক) ২১শে নভেম্বর

(খ) ২৬শে মার্চ

(গ) ১৬ই ডিসেম্বর

(ঘ) ৭ই মার্চ

উত্তর: ক

২৬৮. বাংলাদেশের কোন জেলাটি সর্বপ্রথম শত্রুমুক্ত হয়?

(ক) বরিশাল

(খ) খুলনা

(গ) নোয়াখালী

(ঘ) যশোর

উত্তর: ঘ

২৬৯. কোন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধারা দেশের ভিতরে প্রবেশ করে?

(ক) জুন

(খ) জানুয়ারি

(গ) মে

(ঘ) জুলাই

উত্তর: ক

২৭০. কোনটির পতনের পর যৌথবাহিনী যশোর শহরে প্রবেশ করে?

(ক) যশোর বিমানবন্দর

(খ) যশোর স্থলবন্দর

(গ) যশোর সেনানিবাস

(ঘ) যশোর ইপিজার ঘাঁটি

উত্তর: ক

২৭১. তাঁবেদার সরকারের গভর্নর কেন ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়?

(ক) বিশ্রামের জন্য

(খ) যুদ্ধে জয়ী হয়ে

(গ) যৌথবাহিনীর তৎপরতায়

(ঘ) আলোচনা করার জন্য

উত্তর: গ

২৭২. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কূটনীতিক ও বিদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দেয়া হয়েছিল কোথায়?

(ক) বঙ্গভবনে

(খ) কার্জন হলে

(গ) রূপসী বাংলা হোটেলে

(ঘ) র্যাডিসন হোটেলে

উত্তর: গ

২৭৩. জুন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর কী প্রভাব পড়ে?

(ক) মূলোৎপাটিত হয় (খ) দিশেহারা হয়ে যায়

(গ) পালিয়ে যায় (ঘ) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উত্তর: খ

২৭৪. কনার একজন ভারতীয় বন্ধু সঞ্জিব। সঞ্জিব তাকে গর্বের সাথে জানায়, যেদিন আমাদের দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ওইদিন আমি জন্মগ্রহণ করি। সঞ্জিবের জন্ম তারিখ কত?

(ক) ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১ (খ) ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

(গ) ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ (ঘ) ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ উত্তর: গ

২৭৫. ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে কী শুরু হয়?

(ক) বোমা হামলা (খ) আলোচনা-পর্যালোচনা

(গ) সমালোচনা (ঘ) সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ উত্তর: ঘ

২৭৬. পাকবাহিনীর কোন কাজের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে?

(ক) ফিরে যাওয়ার (খ) আত্মসমর্পণের

(গ) আলোচনার (ঘ) ভুল বুঝতে পারার উত্তর: খ

২৭৭. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা কী লাভ করি?

(ক) ধন সম্পদ (খ) টাকা পয়সা

(গ) ঐশ্বর্য (ঘ) স্বাধীন বাংলাদেশ উত্তর: ঘ

২৭৮. যৌথ কমান্ড গঠনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ কী পরিণতি লাভ করে?

(ক) অচলাবস্থা (খ) ধীরগতি (গ) দারুণ গতি (ঘ) সাফল্য উত্তর: গ

২৭৯. যৌথবাহিনী ঢাকার চারিদিক ঘেরাও করে ফেলার ফলে পাকবাহিনীর মনে কিসের সঞ্চার হয়?

(ক) সাহসের (খ) আনন্দের (গ) আত্মবিশ্বাসের (ঘ) ভীতির উত্তর: ঘ

২৮০. মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীকে কোন অবস্থায় দেখা গেছে?

(ক) যুদ্ধরত (খ) আত্মসমর্পণের

(গ) পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের (ঘ) পুনর্গঠনের উত্তর: খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮১. কামাল সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার পর প্রয়োজনবোধ করেন-

i. টাকা-পয়সার

ii. অস্ত্রসস্ত্রের

iii. প্রশিক্ষণের

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

২৮২. পাকবাহিনী জ্বালিয়ে দেয়—

i. বাঙালিদের ঘরবাড়ি

ii. পুলিশ লাইন কার্যালয়

iii. পাড়া ও গ্রাম

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

২৮৩. বাঙালিরা দেশের ভেতরে আত্মগোপন করে ছিল-

- মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে
- রাজাকারদের ভয়ে
- পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ে

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

২৮৪. পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা এ দেশে বধ্যভূমি তৈরি করে-

- চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে
- খুলনায়
- ঢাকার রায়েরবাজারে

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

২৮৫. ১১ থেকে ১২ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে শত্রুমুক্ত হয়-

- শেরপুর
- হিলি
- রংপুর

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

২৮৬. ৯ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় দেয়া হয়—

- পাকিস্তানি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের
- বিদেশি নাগরিকদের
- ঢাকার কূটনীতিকদের

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

২৮৭. ৮ ও ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে মিত্র বাহিনীর দখলে আসে-

- কুমিল্লা
- নোয়াখালী
- গাইবান্ধা

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

২৮৮. বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন পাক-ভারত সম্পর্ক ছিল—

- বন্ধুভাবাপন্ন
- শত্রুভাবাপন্ন
- বিরোধপূর্ণ

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দিপকটি পড়ে ২৮৯ ও ২৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১২ই ডিসেম্বর ঢাকায় সামরিক অবস্থানের ওপর যৌথবাহিনীর বিমান হামলা অব্যাহত থাকলে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ শুরু করে।

২৮৯. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সামরিক অবস্থানে হামলাকারী বাহিনী গঠিত হয়-

- মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে
- আলশামস বাহিনীর সমন্বয়ে
- মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

২৯০. উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল—

- ভারতীয় সেনা সদস্য
- পাকিস্তানি সেনা সদস্য
- বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

পাঠ-১০: গণহত্যা ও যুদ্ধপরাধ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায় কত লোক?

- (ক) ৩০ হাজার (খ) ৩০ লক্ষ (গ) ৪০ লক্ষ (ঘ) ৫০ লক্ষ

উত্তর: খ

২৯২. পাকিস্তানি বাহিনী কবে থেকে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়?

- (ক) ৩রা মার্চ (খ) ২৪শে মার্চ
(গ) ২৫শে মার্চ (ঘ) ২১শে নভেম্বর

উত্তর: গ

২৯৩. কত মাস ব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল?

- (ক) ৪ মাস (খ) ৫ মাস
(গ) ৬মাস (ঘ) ৯ মাস

উত্তর: ঘ

২৯৪. কত সংখ্যক লোক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়?

- (ক) প্রায় এক কোটি (খ) প্রায় দুই কোটি
(গ) প্রায় তিন কোটি (ঘ) প্রায় চার কোটি

উত্তর: ক

২৯৫. রায়ের বাজার বধ্যভূমি কোথায় অবস্থিত?

- (ক) ঢাকায় (খ) চট্টগ্রামে
(গ) খুলনায় (ঘ) পটুয়াখালীতে

উত্তর: ক

২৯৬. বধ্যভূমিকে কিসের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়?

- (ক) পাকিস্তানের ক্যাম্প (খ) গণহত্যা ও বর্বরতার
(গ) পুলিশ ও আনসার ক্যাম্প (ঘ) সামরিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র

উত্তর: খ

২৯৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

- (ক) যুবক (খ) সৈনিক
(গ) কৃষক (ঘ) নারী ও শিশু

উত্তর: ঘ

২৯৮. ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী ছিলেন -

- (ক) মালিক মন্ত্রিসভার সদস্য (খ) শহীদ বুদ্ধিজীবী
(গ) সেক্টর কমান্ডার (ঘ) প্রবাসী সরকারের সদস্য

উত্তর: খ

২৯৯. দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য পাকবাহিনী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে?

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে (খ) কলেজ বন্ধ করে
(গ) বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে (ঘ) মেধাবীদের আটক করে

উত্তর: গ

৩০০. . পাক সেনাদের নারকীয় গণহত্যার প্রমাণ বহন করে-

- (ক) চট্টগ্রামের পতেঙ্গা (খ) নরসিংদীর বেলাবো
(গ) কুমিল্লার ময়নামতি (ঘ) চট্টগ্রামের পাহাড়তলী

উত্তর: ঘ

৩০১. গোলাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। নিচের কোনজন তাদের অন্তর্ভুক্ত?

- (ক) ধীরেন দত্ত (খ) ড.আনিস
(গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) মশিউর রহমান

উত্তর: গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০২. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা-

- i. এ সংগ্রাম বাংলাদেশকে মুক্ত করে
- ii. . এ সংগ্রাম বাঙালিকে পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে রক্ষা করে
- iii. এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি শহিদ হন

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৩০৩. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা প্রদর্শন। করেছিল-

- i. নিষ্ঠুরতা
- ii. অমানবিকতা
- iii. নির্মমতা

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৩০৪. মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারান-

- i. গোবিন্দচন্দ্র দেব
- ii. মুনীর চৌধুরী
- iii. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৩০৫. পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের ধরন ছিল -

- i. আর্থিক জরিমানা
- ii. চোখ উপড়ে ফেলা
- iii. আঙুলে সূঁচ ফুটানো

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

৩০৬. শহীদ বুদ্ধিজীবী হলেন-

- i. ডা. আলিম চৌধুরী
- ii. গোলাম আজম
- iii. গোবিন্দ চন্দ্র সেব

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

৩০৭. পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে বধ্যভূমি তৈরি করে -

- i. সিলেটের শমসের নগরে
- ii. খুলনার খালিশপুরে
- iii. চট্টগামের পাহাড়তলীতে

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩০৮ ও ৩০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কাজল এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে ঢাকায় তার মামার বাসায় বেড়াতে আসে। একদিন তার মামা আসিফ তাকে নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দিকে ঘুরতে যায়। মামা কাজলকে বলল, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনারা এখানে গণহত্যার তাণ্ডবলীলা চালায়।

৩০৮. অনুচ্ছেদে মামার উল্লিখিত তাণ্ডবলীলা চালানোর কারণ ছিল-

- i. পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা
- ii. বাংলার সব আন্দোলনকে নস্যাৎ করা
- iii. বাংলাদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করা

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

৩০৯. উক্ত তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয় কোন সময়ে?

- (ক) ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে
- (খ) ১৬ই মার্চ ১৯৭১সালে
- (গ) ৩রা মার্চ ১৯৭১ সালে
- (ঘ) ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে

উত্তর: ক

পাঠ-১০: যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১০. কখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে?

- (ক) ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সাল (খ) ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সাল
(গ) ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল

উত্তর: ঘ

৩১১. আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয় কোথায়?

- (ক) চন্দ্রিমা উদ্যানে (খ) রেসকোর্স ময়দানে
(গ) ওসমানী উদ্যানে (ঘ) রমনা পার্কে

উত্তর: খ

৩১২. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে?

- (ক) মেজর জিয়াউর রহমান (খ) জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী
(গ) খন্দকার মোশতাক (ঘ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার

উত্তর: ঘ

৩১৩. ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন কে?

- (ক) জেনারেল ইয়াহিয়া (খ) জেনারেল জ্যাকব
(গ) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (ঘ) খন্দকার মোশতাক

উত্তর: খ

৩১৪. যৌথবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কে?

- (ক) লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা (খ) জেনারেল পারভেজ
(গ) লে. জেনারেল ইউসুফ আলী (ঘ) লে. জেনারেল মুহিত

উত্তর: খ

৩১৫. কতজন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে?

- (ক) ৯০ হাজার ৫০০ (খ) ৯০ হাজার ৭৭৪
(গ) ৯১ হাজার ৬৩৪ (ঘ) ৯৫ হাজার ৮৮

উত্তর: গ

৩১৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কত মাস চলেছিল?

- (ক) ৭ মাস (খ) ৮ মাস (গ) ৯ মাস (ঘ) ১০ মাস

উত্তর: গ

৩১৭. রিভলভারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন উক্তিটি কে করেছিলেন?

- (ক) রাও ফরমান আলী (খ) খাদিম হোসেন রাজা
(গ) সিদ্দিক সালিক (ঘ) টিক্কা খান

উত্তর: গ

৩১৮. আত্মসমর্পণের পর পাক সেনাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?

- (ক) বিমানকপরে (খ) সেনানিবাসে (গ) রাজার বাগে (ঘ) মিরপুরে

উত্তর: গ

৩১৯. আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী লে. জে. নিয়াজী রিভলভার বের করেছেন কোথা থেকে?

- (ক) কোমরের বেল্ট থেকে (খ) পকেট থেকে
(গ) বুটের ভেতর থেকে (ঘ) ব্যাগ থেকে

উত্তর: ক

৩২০. যৌথবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার ছিলেন কে?

- (ক) নাগরা (খ) কে.এম শফিউদ্দিন
(গ) মীর শওকত (ঘ) জগজিৎ সিং অরোরা

উত্তর: ক

৩২১. ১৯৭১ সালে কেন বাঙালি জাতি পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে?

- (ক) ক্ষমতা লাভের জন্য (খ) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের জন্য
(গ) স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য (ঘ) দুর্নীতি দমনের জন্য

উত্তর: গ

৩২২. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাঙালিদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল?

- (ক) বীরত্ব ভাব (খ) বিরক্তভাব
(গ) লজ্জাভাব (ঘ) কাদোকাদো ভাব

উত্তর: ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২৩. আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী লে. জে. নিয়াজী খুলে দেন-

- i. ইউনিফর্ম ii. ব্যাজ iii. বেল্ট
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: গ

৩২৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে—

- i. মিত্রবাহিনীর সক্রিয় সহায়তায়
ii. বিশ্ব জনমতের সমর্থনে
iii. বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

৩২৫. পাকিস্তান বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ হয় ১৬ই ডিসেম্বর। ওই দিন বিকাল পাঁচটায় একসঙ্গে ছিলেন-

- i. লে. জেনারেল নিয়াজী
ii. লে. জগজিৎ সিং অরোরা
iii. এমএজি ওসমানী
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

৩২৬. মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে-

- i. পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়ে
ii. আত্মসমর্পণে
iii. মৃত্যুতে
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

৩২৭. নিয়মিত বাহিনীর অধীনে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকে সফল রূপ দিতে কাজ করেছিল-

- i. জেড ফোর্স ii. এস ফোর্স iii. কে ফোর্স
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩২৮ ও ৩২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পুরো '৭১ জুড়ে বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধার একটি স্লোগানেই উজ্জীবিত হতেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের পর সেই স্লোগানেই মুখরিত হয় ঢাকার আকাশ।

৩২৮. অনুচ্ছেদের স্লোগান কোনটি?

- (ক) জয় বঙ্গবন্ধু (খ) জয় বাংলা (গ) জয় অরোরা (ঘ) জয় ইন্দিরা

উত্তর: খ

৩২৯. ১৬ই ডিসেম্বর উক্ত স্লোগানের প্রেক্ষাপটে যে দলিল ছিল তাতে স্বাক্ষর করেন—

- i. নিয়াজী ii. ইয়াহিয়া iii. অরোরা
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ

৩৩০. অসহযোগ আন্দোলন আরও বেগবান হয়-

- নিয়মিত মিছিল মিটিংয়ে
- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে
- শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

৩৩১. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে বলেন-

- সংগ্রামের মাধ্যমে
- ত্যাগের মাধ্যমে
- আলোচনার মাধ্যমে

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর

৩৩২. ২৫শে মার্চের কালরাতে বাংলার বুকে ঘটেছিল -

- বহু বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়
- পাক সেনাদের অতর্কিত হামলা হয়
- ঘর বাড়িতে আগুন লাগানো

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ঘ

৩৩৩. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার ভান করে পর্যবেক্ষণ করেন-

- বঙ্গবন্ধুর গতিবিধি
- গণহত্যা অভিযানের প্রস্তুতি
- অপারেশন সার্চলাইটের কর্মসূচি

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: গ

৩৩৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনী বিশেষ কিছু মানুষের ওপর অত্যধিক নির্যাতন করে। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো-

- বাংলাদেশের হিন্দুরা
- বাংলাদেশের শান্তি কমিটির লোকেরা
- আওয়ামী লীগের কর্মীরা

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: খ

৩৩৫. হেলিকপ্টার থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরে নেমে জিপে করে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে যান-

- এ.কে. খন্দকার
- লে. জে. অরোরা
- মেজর জিয়াউর রহমান

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii উত্তর: ক

সম্ভাব্য প্রশ্ন

প্রশ্ন ১: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল বিজয় লাভ করে?

উত্তর: ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

প্রশ্ন ২: মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম কবে উত্তোলন করা হয়?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ সকাল ১১টায় প্রথম মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রশ্ন ৩: বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব নাম কী?

উত্তর: বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান।

প্রশ্ন ৪: ইয়াহিয়া খান কবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে?

উত্তর: ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে।

প্রশ্ন ৫: পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?

উত্তর: পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে।

প্রশ্ন ৬: বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দেন কোথায়?

উত্তর: বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দেন।

প্রশ্ন ৭: অপারেশন সার্চলাইট কবে হয়?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ৮: বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কবে?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় বা ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন ৯: ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?

উত্তর: মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেয়া হয়।

প্রশ্ন ১০: ঢাকার বাইরে গণহত্যার দায়িত্ব কাকে দেয়া হয়?

উত্তর: ঢাকার বাইরে গণহত্যার দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে।

প্রশ্ন ১১: অপারেশন সার্চ লাইট-সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন কে?

উত্তর: অপারেশন সার্চলাইট সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান।

প্রশ্ন ১২: স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম কে বেতারে প্রচার করেন?

উত্তর: বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম বেতারে প্রচার করেন চট্টগ্রাম জেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান।

প্রশ্ন ১৩: কত তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন?

উত্তর: ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

প্রশ্ন ১৪: মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান কে?

উত্তর: অধ্যাপক ইউসুফ আলী মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান।

প্রশ্ন ১৫: মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে কবে?

উত্তর: মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল।

প্রশ্ন ১৬: মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: কর্নেল এম এজি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন ১৭: কোন সেক্টরে নির্দিষ্ট কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না?

উত্তর: ১০ নম্বর সেক্টরে নির্দিষ্ট কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না।

প্রশ্ন ১৮: মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?

উত্তর: মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে ২ ভাগে বিভক্ত ছিল।

প্রশ্ন ১৯: মুক্তিযুদ্ধের সময় কে ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর খালেদ মোশাররফ কে ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন।

প্রশ্ন ২০: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকার কোথায় দুটি মিশন স্থাপন করে?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় দুটি মিশন স্থাপন করে।

প্রশ্ন ২১: বিশ্বের কোন ক্ষমতাসালী রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিপক্ষে ছিল?

উত্তর: বিশ্বের ক্ষমতাসালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিপক্ষে ছিল।

প্রশ্ন ২২: মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে কোন দেশ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে প্রতিবেশী দেশ ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ২৩: মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে কোন দেশ?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন ২৪: কত তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?

উত্তর: ১৯৭১ এর ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

প্রশ্ন ২৫: মিত্র বাহিনী কী?

উত্তর: যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্র বাহিনী বলা হতো।

প্রশ্ন ২৬: মুক্তিযুদ্ধের যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর: জেনারেল শ্যাম মানেকশ মুক্তিযুদ্ধের যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

প্রশ্ন ২৭: চট্টগ্রামে কতটি বধ্যভূমি ছিল?

উত্তর: চট্টগ্রাম শহরে ২০টি বধ্যভূমি ছিল।

প্রশ্ন ২৮: কত লাখের অধিক নারী পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়?

উত্তর: প্রায় ২ লাখের অধিক নারী পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়।

প্রশ্ন ২৯: কোথায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর: রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

প্রশ্ন ৩০: যৌথবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর: মেজর জেনারেল নাগরা যৌথবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার ছিলেন।

প্রশ্ন ৩১: ১৬ই ডিসেম্বর কোন স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল?

উত্তর: ১৬ই ডিসেম্বর জয় বাংলা স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল।

সম্ভাব্য প্রশ্ন

প্রশ্ন ১: অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিরূপ ভূমিকা ছিল।

উত্তর: ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কারণে অসহযোগ আন্দোলন কোবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

প্রশ্ন ২: স্বাধীনতা ঘোষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ঘোষণা সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তব রূপ লাভ করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শীর্ষ নেতারা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়। তারা ভেবেছিল গণহত্যার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করলেই বাঙালিকে দমন করা যাবে। কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণার পর বাঙালিকে দমিয়ে রাখা যায়নি। সমগ্র জাতি তখন স্বাধীনতার মন্ত্রে দারুণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৩: মুজিবনগর সরকার গঠনের তৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: ১৯৭১ সালে ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। এ সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক পরিচালনার ভার গ্রহণ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই এ সরকার গঠনের তাৎপর্য নিহিত।

প্রশ্ন ৪: মুক্তিযুদ্ধের হেমায়েত বাহিনীর বর্ণনা দাও।

উত্তর: দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন ১৯৭১-এর ২৯ মে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার বাটরা বাজারে তার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ বাহিনী অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,০৪৫ জন। পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এরা চরম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ৫: মুক্তিযুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' এর কিরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' দ্বারা নৌপথে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হতো। এ অভিযানে ১ দিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ কমান্ডারগণ সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পাক হানাদার বাহিনীর বুকে কাপন ধরিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন ৬: ডা. মালিক মল্লিকসভা কখন এবং কেন গঠিত হয়েছিল?

উত্তর: ডা. মালিক মল্লিকসভা ১৭ই সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার বহির্বিষ্মকে বিভ্রান্ত করতে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আব্দুল মোতালিব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে। আর তার নেতৃত্বেই ১০ সদস্যবিশিষ্ট ডা. মালিক মল্লিকসভা গঠিত হয়।

প্রশ্ন ৭: মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিষ্মে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্থাপিত মিশন সম্পর্কে লেখ।

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। এছাড়াও মুজিবনগর সরকার ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও লন্ডনে বাংলাদেশের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশের পক্ষে মিছিল, সমাবেশ অনুষ্ঠান, পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন আদায়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

প্রশ্ন ৮: পাকবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে কেন?

উত্তর: ভারতে অবস্থানকারী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে অবদান রাখেন। দেশে অবস্থানকারী অন্যান্য শ্রেণি ও পেশার লোকের সাথে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। এ বুদ্ধিজীবীরা দেশের সম্পদ। কেননা, বুদ্ধিজীবীরাই দেশকে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যে কারণে পাকবাহিনী বহু বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। এছাড়া বাঙালিদের মেধাশূন্য করতে তারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

প্রশ্ন ৯: বধ্যভূমি কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার পাক হানাদার বাহিনী নয় মাসব্যাপী নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ এ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। এ পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকুসেনারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক লোককে জড়ো করে হত্যা করে এক সঙ্গে ফেলে রাখত। এ ধরনের মানবনিধন অভিযানের স্থানকেই বলা হয় বধ্যভূমি। বড় বড় কয়েকটি বধ্যভূমি হলো- ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, সিলেটের শমশের নগর ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০: মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর অত্যাচারের ধরন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পাক সেনারা বিভিন্নভাবে নির্যাতন করার পর আটককৃতদের হত্যা করত। হাত, পা বেঁধে গুলি করে, চোখ উপড়ে জলাশয়, নদীতে ও গর্তে মেরে ফেলে দিত। এছাড়া অঙ্গচ্ছেদ করা, গুলি করা, চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, মুখ খেঁতলে মেরে ফেলা অথবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা হতো। এমনকি আঙুলে সূঁচ ফোটানো, নখ উপড়ে ফেলা ছাড়াও শরীরের চামড়া কেটে লবণ দিয়ে তারা অমানসিক অত্যাচার করত।

প্রশ্ন ১১: জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে কোন কোন দেশের বাঙালি কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

উত্তর: জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, ভারত ও হংকং দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ১২: ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর শপথ গ্রহণ ঘটনা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের পর থেকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আওয়ামী লীগ বারবার জোর দাবি জানায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান তাতে সাড়া না দিলে ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ১৩: ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সফল পরিণতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশ আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। ৩ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক সরকারের অনহা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ। অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে মুক্তিসংগ্রামের দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। আন্দোলনের সাফল্যজনক পরিণতিতে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ১৪: বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। বাঙালিকে তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেন, “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।” এ কথায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়া যায়। বক্তৃতার শেষ লাইনে- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঘোষণা দিয়ে স্পষ্টভাবে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন।

প্রশ্ন ১৫: বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন?

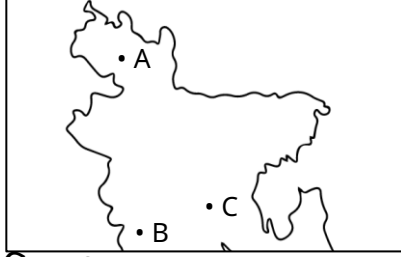
উত্তর: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের সর্বস্তরের পেশাজীবী মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করে। এ ভাষণের পর মহান নেতার নির্দেশন অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ মুক্তিকামী জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং যুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে। তাই ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ।

সৃজনশীল (CQ)

প্রশ্ন-০১:

মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিশেষ স্থান চিহ্নিত করা হলো:



ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়?

গ. মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থানে মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরটি ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'B' চিহ্নিত স্থানই ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র— মতামত দাও

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী।

খ. পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। মূলত এটা ছিল গণহত্যা ও বাঙালি নিধনের অভিযান। বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিস্যাৎ করার অভিযান। এ অপারেশনে শুধু ঢাকাতে ৭ থেকে ৮ হাজার লোক নিহত হয়।

গ. উদ্দীপকের মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থান মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টর ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টর বেশ কয়েকটি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল। এটি ছিল সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গৃহীত ব্যাপক পরিকল্পনারই অংশ। এর মধ্যে ২নং সেক্টরে ছিল নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ। উদ্দীপকের মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত শন তাই মুক্তিযুদ্ধের ২নং সেক্টরটি নির্দেশ করে।

ঘ. উদ্দীপকের মানচিত্রে 'B' চিহ্নিত স্থান মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরকে ইঙ্গিত করে। এ সেক্টরটি গঠিত হয় কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা জেলার দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা নিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য সারাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হলো ৮নং সেক্টর। এ সেক্টরটিকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সেক্টরের প্রধান হিসেবে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত) এবং মেজর এম এ মঞ্জুর (শেষ পর্যন্ত) মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ অঞ্চলের সদর দফতর ছিল যশোরের বেনাপোলে। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। উপরন্তু এ সেক্টরের অধীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এই মুজিবনগর সরকারই দায়িত্ব পালন করে।

এ বিচারে আমিও এ মত প্রকাশ করি যে ৮ নম্বর সেক্টরই মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

প্রশ্ন-০২:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সুমন তার বন্ধু রায়হানকে নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শনে গেল। সেখানে তারা যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রত্যক্ষ করে। তারা আরও প্রত্যক্ষ করে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপরে হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর, দোকানপাট লুণ্ঠন ও পোড়ানো এবং চোখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতনের ছবি। জাদুঘরে এসব দৃশ্য দেখে তাদের শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু দলিল স্বাক্ষরের একটি দৃশ্যের ছবি দেখে তাদের মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে।

ক. কোন তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

খ. যৌথ কমান্ড গঠন করা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতি কোন যুদ্ধকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাদুঘরে রক্ষিত দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্যের ছবি দেখে সুমন ও রায়হান কেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৬ই ডিসেম্বর ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

খ. মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা, পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাঙালি এবং বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য যৌথ কমান্ড গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ইঙ্গিত করে। এ যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর, দোকানপাট লুণ্ঠন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদে প্রাণ হারিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী বাঙালি। সুমন ও তার বন্ধু জাদুঘরে এরূপ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদই প্রত্যক্ষ করে। অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তানি হায়েনারা ২৫শে মার্চ রাতেই শুধু ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার লোককে হত্যা করে। দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত পাকবাহিনী এ দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় কাপুরুষের মতো নিরস্ত্র বাঙালি হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, লুণ্ঠন, নির্যাতন চালায়। জাদুঘর পরিদর্শনে সুমন ও রায়হান তা প্রত্যক্ষ করে শিউরে ওঠে। অর্থাৎ উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের সুমন ও তার বন্ধু রায়হান জাদুঘর পরিদর্শনে গেলেতার পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের নরপিশাচদের অত্যাচার এবং সর্বপ্রকার বৈষম্যের শিকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চূড়ান্তভাবে মুক্ত হয়। তাই জাদুঘরে রক্ষিত দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্যের ছবি দেখে সুমন ও রায়হান বাঙালি হিসেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

জাদুঘরে রক্ষিত দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্যের ছবি পাকবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ইঙ্গিত বহন করে। অত্যাচারী পাকিস্তানি হায়েনা গোষ্ঠীর অত্যাচার-নিপীড়নের অধ্যায় শেষ হয় বাঙালি গেরিলা বাহিনীর কাছে পরাজয়ের মাধ্যমে। এ পরাজয়ে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়। জাদুঘরে এই আত্মসমর্পণ দলিলের স্বাক্ষরিত দৃশ্যের ছবি বাঙালির বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে আনন্দে আত্মহারা হয় সুমন ও রায়হানের মতো সকল বাঙালি।

প্রশ্ন-০৩:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

একটি সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধা সাঈদা কোম স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। তাঁর এইচসসি পড়ুয়া ছোট ভাই পলাশ এ দেশের মুক্তির জন্য নিজ জেলা বগুড়ায় জীবন উৎসর্গ করেছিল। সাঈদা নিজেও পাশের একটি দেশে গিয়ে নিজেকে যুদ্ধ সৈনিক হিসেবে তৈরি করেছিল।

ক. নৌপথে পরিচালিত অভিযানটির নাম কী?

খ. গণহত্যা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. পলাশ কোন বাহিনীর হয়ে এ দেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এদেশবাসীর মুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নৌপথে পরিচালিত অভিযানটির নাম 'অপারেশন জ্যাকপট'।

খ. গণহত্যা বলতে কোনো দেশ বা অঞ্চলে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ বুঝায়। ১৯৭১-এ দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস জুড়ে পরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিল তাদের নির্বিচার হত্যার প্রধান শিকার। এছাড়া সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল তাদের বিশেষ টার্গেট। এ পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেকগুলো বধ্যভূমি তৈরি করেছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নির্যাতন করে পরে তারা আটককৃতদের হত্যা করত।

গ. পলাশ অনিয়মিত বাহিনীর হয়ে এদেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল।

ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ. এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। উদ্দীপকের সাঈদা বেগমের এইচএসসি পড়ুয়া ছোট ভাই পলাশ এ অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য হয়ে যুদ্ধ করে জীবন উৎসর্গ করেছিল।

ঘ. এদেশবাসীর মুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা অপরিসীম।

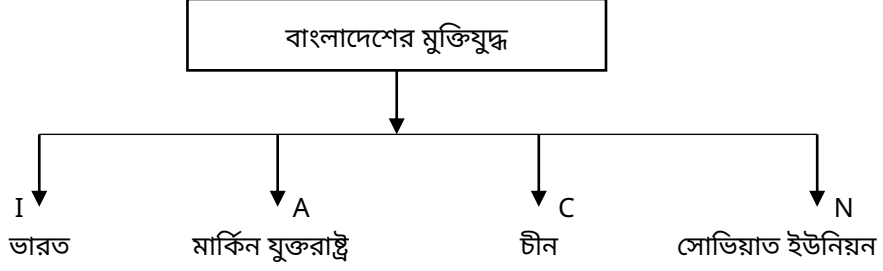
ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়।

উদ্দীপকের সাঈদা নিজেও পাশের দেশ তথা ভারতে বাঙালি যুবকদের ন্যায় সশস্ত্র ট্রেনিং নিয়ে এদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে। এভাবে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় 'শরণার্থী কর' নাম নতুন একটি কর আরোপ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জোয়ান প্রাণ দেন।

সুতরাং উপরিউক্ত পর্যালোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এদেশবাসীর মুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন-০৪:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. মুক্তি বাহিনীকে সরকারি পর্যায়ে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছিল?

খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

গ. A এবং N চিহ্নিত দেশ দুটির কার্যক্রম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। চিহ্নিত দেশটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম” – উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তি বাহিনীকে সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সাইমন ড্রিং, এন্টনি ম্যাসকারেনহাস, মার্ক টালি প্রমুখ বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহ করে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। অন্যদিকে, শহিদ নিজামউদ্দিন, নাজমুল হক প্রভৃতি বাঙালি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে খবর পাঠিয়েছেন। এছাড়া আকাশবাণী, বিবিসি, ভোয়া প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল।

গ. A এবং N চিহ্নিত দেশ দুটি যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যক্রম ইতিবাচক প্রভাব রাখলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম ছিল অনেকক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্ভি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ওরা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যেন যৌথ বাহিনী সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। এ বাহিনী ঢাকা দখল করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেকোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়। এভাবে N দেশ তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ে দারুণ প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির কারণে A দেশটি বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে মার্কিন সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদেরও আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থনে ভারত মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। তবে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তারা সে নৌবহরকে কাজে লাগায়নি। পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভঙ্গুল করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে মার্কিন জনগণ, আইনসভার অনেক সদস্য, বিভিন্ন পেশাজীবীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা নেয়। ফলে দেশটি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থানে যেতে পারেনি।

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। চিহ্নিত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়।

এভাবে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় 'শরণার্থী কর' নাম নতুন একটি কর আরোপ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জোয়ান প্রাণ দেন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকে চিহ্নিত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন-০৫:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'ক' গ্রামের দুই অংশের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে উক্ত গ্রামের উত্তর অংশের ঘুমন্ত মানুষদের উপর দক্ষিণ অংশের লাঠিয়াল বাহিনী হঠাৎ এক রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে নারী - পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। কোনো কোনো জায়গায় আগুনও লাগিয়ে দেয়। এরপর হানাদার লাঠিয়ালরা নিরস্ত্র নারী- পুরুষদের প্রতিনিধিকে বন্দী করে তাদের দক্ষিণ অংশে নিয়ে যায়।

ক. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

খ. যৌথ বাহিনী বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উক্ত ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।” – উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।

খ. সম্মিলিত প্রতিহতকরণ ও যুদ্ধে গতি আনার জন্যই যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যৌথ বাহিনী গঠনের ফলে যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালোরাত্রির অপারেশন মার্চ লাইটের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাত ১১.৩০ টায় ঢাকা সেনানিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তাদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে গভীর রাতে আক্রমণ পরিচালিত হয়। ইকবাল হল (জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলে ঢুকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে অনেক ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করে। জহুরুল হক হল সংলগ্ন রেলওয়ে বস্তিতে সেনাবাহিনী আগুন দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। শুধু ২৫ শে মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। রাত দেড়টায় বঙ্গবন্ধুকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা

থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' গ্রামের উত্তর অংশের মানুষদের ওপর দক্ষিণ অংশের লাঠিয়াল বাহিনী হঠাৎ এক রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে নারী পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। যা ২৫ শে মার্চ কালো রাত্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে লাঠিয়াল বাহিনী উত্তর অংশের প্রতিনিধি তুলে নিয়ে যায়, যা বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের ২৫ শে মার্চ কালো রাতের অপারেশন সার্চ লাইটের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উক্ত ঘটনা তথা ২৫ শে মার্চ কালোরাত্রির চূড়ান্ত পরিণতি হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

অপারেশন সার্চ লাইট অনুযায়ী ২৫শে মার্চ দেড়টায় (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। এ ঘোষণায় তিনি বলেন, এটা হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তার এ ঘোষণার পর বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। দেশের প্রত্যেকটি জনগণ কোনো না কোনোভাবে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা বাহিনী পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে যায়। অবশেষে ৩০ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা বোনের সম্মেলনের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ২৫ শে মার্চ কালো রাত্রির যে শুরু পাকিস্তানি বাহিনী করেছিল - বাঙালিরা সেটিকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়ে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে।

প্রশ্ন-০৬:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জনাব সামাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধীনে চাকুরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি পক্ষত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ছোটভাই কলেজে পড়া অবস্থায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

খ. যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়েছিল কেন?

গ. জনাব সামাদের ছোট ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ কোন পর্যায়ের বাহিনীতে পড়ে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উক্ত বাহিনীগুলো ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেকের অবদান ছিল।” বিশ্লেষণ কর।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী।

খ. পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যৌথ কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হতো। যৌথ কমান্ড গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।

গ. জনাব সামাদের ছোট ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ অনিয়মিত বাহিনীতে পড়ে।

ছাত্র, যুবক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ.এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো।

উদ্দীপকের জনাব সামাদের ছোট ভাই কলেজের ছাত্র ছিল এবং প্রশিক্ষণ শেষে সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায় সে অনিয়মিত বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

ঘ. উক্ত বাহিনীগুলো ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেকের অবদান ছিল।" উক্তিটি সঠিক। কারণ অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী, নৌবাহিনীসহ মুজিববাহিনী ছিল। সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব বাহিনী গড়ে উঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— কাদেরিয়া বাহিনী আফসার ব্যাটালিয়ন, বাতেন বাহিন, হেমায়েত বাহিনী, হালিম বাহিনী, আকবর বাহিনী, লতি মীর্জা বাহিনী ও জিয়া বাহিনী, এছাড়াও ছিল ঢাকার গেরিলা দল, যা 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত। বরং এসব বাহিনী ছাড়াও রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ পেশাজীবী, গণমাধ্যম, সাংবাদিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণ নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে এবং বিভিন্ন বাহিনীগুলোকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করে। মুক্তিযুদ্ধে অসম্মহাতে কোনো বাহিনীর অংশ না হয়েও এসব মানুষেরা ছিলেন

মুক্তিযোদ্ধা। তাদের যার যার ক্ষেত্র থেকে জীবন বাজি রেখে অবদানের কারণেই আমরা মাত্র নয় মাসে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনি।

সুতরাং অনিয়মিত বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনীগুলো ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেকের অবদান ছিল- উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন-০৭:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রতনপুর ইউনিয়নের নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় পশ্চিমাংশ থেকে। এরপর থেকে পশ্চিমাংশ পূর্বাংশের উপর নানাভাবে শোষণ করতে থাকে। পূর্বাংশের লোকজনকে অধিকার বঞ্চিত করে। এমতাবস্থায় পূর্বাংশের এক সাহসী নেতা জনাব 'ক' এর আহ্বানে তারা পশ্চিমাংশ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

ক. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কোন তারিখে গঠিত হয়?

খ. অপারেশন জ্যাকপট বলতে কী বোঝায়?

গ. জনাব 'ক' এর কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর।

খ. "উক্ত ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ- বিশ্লেষণ কর।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৩ রা মার্চ ছাত্র সাম পরিষদ গঠিত হয়।

খ. 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে নৌপথে হানাদারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হতো। এ অভিযানে একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডোগণ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং পাক হানাদার বাহিনীর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল।

গ. উদ্দীপকের জনাব “ক” এর কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে মনে করিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। তারপর ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তার সেই স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন, “এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।” এই ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উদ্দীপকে জনাব ‘ক’ এর কার্যক্রমে আমাদের তাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা মনে পড়ে যায়।

ঘ. উক্ত ঘটনা তথা স্বাধীনতার ঘোষণার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ২৫ শে মার্চ রাত দেড়টায় (২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারের আগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এ ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।” তাঁর এ ঘোষণার পর সমগ্র বাঙালি পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবগার বা বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর এ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়মিত বাহিনী, গেরিলা বাহিনী ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। প্রতিবেশি দেশ ভারত আমাদের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

তাই আমরা বলতে পারি উক্ত ঘটনা তথা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ—উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন-০৮:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ‘ক’ রাষ্ট্রটি এদেশের জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য “শরণার্থী কর” নামে একটি কর চালু করে। অন্যদিকে আমাদের বিজয় নিশ্চিতকরণে ‘খ’ রাষ্ট্রটি জাতিসংঘে তার ভেটো ক্ষমতাটি প্রয়োগ করে।

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে?

খ. ৭ই মার্চের ভাষণকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন?

গ. ‘ক’ রাষ্ট্রের নাম উল্লেখপূর্বক মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে করে “খ” রাষ্ট্রের ভূমিকা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুজিব নগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল।

খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়। কারণ এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের পর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদারদের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

গ. 'ক' রাষ্ট্রটি হলো ভারত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সরকার "শরণার্থী কর" নামে একটি কর চালু করে। ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় যা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। পাশাপাশি কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সহায়তা করে। এছাড়া ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী, নেতা ও কর্মকর্তারা বিদেশ সফর করে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইতোমধ্যে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেনাদের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জওয়ান প্রাণ দেয়।

ঘ. আমি মনে করি, "খ" রাষ্ট্র তথা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগনি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ওরা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যেন যৌথ বাহিনী সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পায়। এই বাহিনী ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়।

তৎকালীন বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) বিশ্বের ক্ষমতাধর পরাশক্তি। বিশ্ব রাজনীতিতে দেশটির ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অন্য আরেকটি পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র যখন আমাদের স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে ছিল। বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার ব্যাপারে দেশটি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমি মনে করি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে- কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন-০৯:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ দেখার জন্য বতেন সাহেব তাঁর আট বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে স্টেডিয়ামে যান। তখন মাইকে বজ্রকণ্ঠে একটি ভাষণ চলছিল। যার কথাগুলো ছিল, "... এবারের স্যাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার স্যাম....।"

ক. কত তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন?

খ. মুজিবনগর সরকার বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণটির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ভাষণটি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামক বিশ্লেষণ কর।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

খ. মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে এ সরকার গঠিত হয় বলে একে মুজিবনগর সরকার নামে ডাকা হয়। দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এ সরকার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়। অস্থায়ীভাবে গঠিত হয় বলে একে আবার অস্থায়ী সরকারও বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণটি হলো ৭ই মার্চের ভাষণ। উদ্দীপকে স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাজানো হচ্ছিল যেখানে তিনি ঘোষণা করেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

৩রা মার্চ থেকে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন। এদিন গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরাং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সে ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়। অতঃপর ঐ জনসভায় বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির সনদ ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেন।

ঘ. আমি মনে করি, উক্ত ভাষণটি তথা ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামক।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকের এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। তাই অনেকেই মনে করেন, এ ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এ ভাষণের পর নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাই আমরা বলতে পরি ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামক কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন-১০:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দৃশ্যকল্প-১: ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা এবং ২৫ শে মার্চ পুনরায় অধিবেশন আহ্বান।

দৃশ্যকল্প-২: “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

খ. প্রবাসী সরকার বলতে কী বোঝায়?

গ. দৃশ্যকল্প-২ কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর।

খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।”-বিশ্লেষণ কর।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসামানী।

খ. প্রবাসী সরকার হচ্ছে মুজিবনগর সরকার।

মুক্তিযুদ্ধে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একে কখনো অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার, আবার কখনো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও বলা হয়।

গ. দৃশ্যকল্প-২ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। তিনি চূড়ান্ত ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও বাঙালিকে তিনি যুদ্ধ, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। বক্তৃতার শেষ লাইনে “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন।

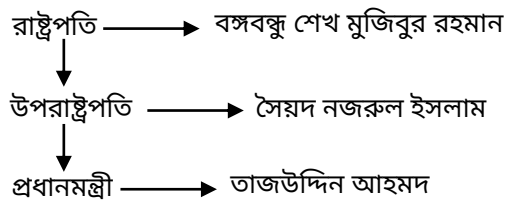
উদ্দীপক দৃশ্যকল্প-২ -এ স্বাধীনতার এ ডাকই উল্লিখিত হয়েছে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো তা বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ভুট্টোর চালে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে ওইদিন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ লাইনে বলেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

তাই এটি বলা খুবই যুক্তিযুক্ত যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

প্রশ্ন-১১:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. কত তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়?

খ. ৭-ই মার্চের ভাষণের ১টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে কোন সরকারের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় উদ্দীপকের সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ২রা মার্চ, ১৯৭১ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

খ. ৭ই মার্চের ভাষণের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে। স্বাধীনতার কথা না থাকলেও বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন।

গ. উদ্দীপকে মুজিবনগর সরকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলে গঠিত মুজিবনগর সরকার বা বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে ৭ দিন পর অর্থাৎ ১৭ই এপ্রিল তারিখে। আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। উদ্দীপকের ছকে এ তথ্যগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া এ সরকারে অন্য তিনজন মন্ত্রী ছিলেন, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। মুজিবনগর সরকারের দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও এর অধীনে ছিল। অর্থাৎ উদ্দীপকের ছকে মুজিবনগর সরকারের কথাই বলা হয়েছে যা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় উদ্দীপকের সরকার তথা মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল মুখ্য। মুজিবনগর সরকার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী। চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেন কর্নেল (অব.) আব্দুর রবকে। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. ফন্দকার। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনী ও গড়ে তোলে। অনিয়মিত বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিজ নিজ এলাকায় প্রেরণ করে। এভাবে মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনায় সমর্থ হয়। ফলে মাত্র নয় মাসে আমরা পাক হানাদারদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে সক্ষম হই এবং বিজয় ছিনিয়ে আনি।

প্রশ্ন-১২:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে ইতিহাসের শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের একটি সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন ঐ সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এই সরকার গঠনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছিল।

ক. কত তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল?

খ. 'মুক্তিফৌজ' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি ইতিহাসের কোন সরকারকে ইংগিত করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৩রা মার্চ, ১৯৭১-এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

খ. মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম এফ বা মুক্তিফৌজ।

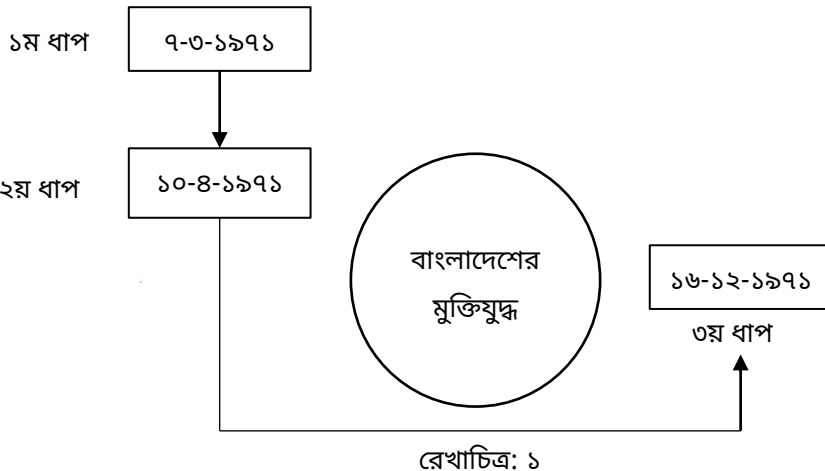
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার, মুজিবনগর সরকারকে ইঙ্গিত করছে।
বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। উদ্দীপকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। উপরন্তু মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছিল। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি মুজিবনগর সরকারকেই ইঙ্গিত করছে।

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

মূলত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। এ সরকার গঠিত হওয়ার পর তারা বৈধ পন্থায় সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রসর হন। মুজিবনগর সরকার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন কর্নেল এমএজি ওসমানী। এছাড়া ১১টি সেক্টর ও তার অধীন অনেকগুলো সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। সরকারি পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনী বা মুক্তিফৌজ এবং অনিয়মিত বাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা। এই বাহিনীগুলো সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন ফোর্সের অধীন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যুদ্ধ করে মাত্র নয় মাসে বিজয় ছিনিয়ে আনে। তাই বলা যায় শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটি যথার্থ অর্থাৎ, মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৩:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. ক্র্যাক প্লাটুন কী?

খ. মুক্তিযুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপটের' ভূমিকা লিখ।

গ. রেখাচিত্র-১ এ নির্দেশিত ১ম ধাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রেখাচিত্র-১ এর ৩য় ধাপ হলো ১ম ধাপ ও ২য় ধাপের চূড়ান্ত ফলাফল। " তোমার মতামত দাও।

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত ছিল।

খ. মুক্তিযুদ্ধে নৌপথে 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালিত হয়। নৌকমান্বোগণ সাহসিকতার সাথে এ অপারেশন চালিয়ে শুধু একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংল বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।

গ. রেখাচিত্র-১ এ নির্দেশিত ১ম ধাপটি হচ্ছে ৭ই মার্চের ভাষণ। এ ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। এটি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। তিনি বলেন, “প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।” এ বক্তৃতায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ‘বাংলাদেশ’ শব্দ ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধু নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ চূড়ান্ত করেন। বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও বাঙালিকে তিনি যুদ্ধ, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন বক্তৃতার শেষ লাইনে, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন। চূড়ান্ত স্বাধীনতার লক্ষ্যে মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল ১ম ধাপ। এ প্রেক্ষিতেই রেখা চিত্র-১ এ নির্দেশিত ১ম ধাপের গুরুত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত।

ঘ. রেখাচিত্র-১ এর ৩য় ধাপ হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের দিন। প্রথম ধাপে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং দ্বিতীয় ধাপ স্বাধীন বা বাংলাদেশ সরকার গঠনের দিন। আমি মনে করি এ দুটি দিনের তাৎপর্যময় ঘটনার ফলাফল হচ্ছে রেখাচিত্রের ৩য় ধাপ বা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণে নির্দেশ দেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রথম লগ্নে তার এই ঘোষণা স্বাধীনতা যুদ্ধকে বাস্তব রূপ দেয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত সাফল্যজনক পরিণতিতে নিয়ে যেতে প্রয়োজন ছিল সুষ্ঠু পরিকল্পনার এবং রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার। তাই রেখাচিত্র-১ এর ২য় ধাপ তথা মুজিবনগর সরকার গঠন জরুরি হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ এই ধাপটি অতিক্রম করার পর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত রূপ পায়, আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে এবং দ্রুত দেশ চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায়। রেখাচিত্রের ৩য় ধাপ তথা ১৬-১২-১৯৭১ইং তারিখে অবশেষে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। সুতরাং আমিও উল্লিখিত যুক্তির বিচারে একমত যে, “রেখাচিত্র-১ এর ৩য় ধাপ হলো ১ম ধাপ ও ২য় ধাপের চূড়ান্ত ফলাফল।”

প্রশ্ন-১৪:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রাতুল: দাদু, তুমি মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় যুদ্ধ করেছিলে?

দাদা: ভারত থেকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সোজা ঠাকুরগাঁয়ে। এছাড়া রংপুরেও যুদ্ধ করেছি।

রাতুল: শুনলাম তোমরা নাকি গেরিলা যুদ্ধ করেছ?

দাদু: হ্যাঁ দাদুভাই। আমরা ছাড়া আরও গেরিলা দল ছিল। এছাড়া নিয়মিত বাহিনীরাও যুদ্ধ করেছিলেন।

ক. মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান কে?

খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাতে ঢাকায় কী ঘটেছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের রাতুলের দাদা কত নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর কেবলমাত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনীরাই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাতে ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের আওতায় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যরা মিছিলরত বাঙালিদের ওপর, পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা ও হলগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র ও কর্মচারীকে হত্যা করে। শুধু ঢাকায় ঐ রাতে ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়।

গ. উদ্দীপকের রাতুলের দাদা ছয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে ছয় নম্বর সেক্টরে ছিল রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলা। রাতুলের দাদা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে প্রথম ঠাকুরগাঁওয়ে যুদ্ধ করেছেন। পরে তিনি রংপুরেও যুদ্ধ করেছেন। ঠাকুরগাঁও এবং রংপুর উভয় জেলাই মুক্তিযুদ্ধে ছয় নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং রাতুলের দাদা মুক্তিযুদ্ধে ছয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন।

ঘ. আমি মনে করি, উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল এমন অন্যান্য বাহিনী রয়েছে। যেমন: আঞ্চলিক বাহিনী। উদ্দীপকের রাতুলের দাদা গেরিলা যুদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন। অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল গণবাহিনী এফএফ অর্থাৎ ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা। উদ্দীপকে রাতুলের দাদা নিয়মিত বাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন, যা গঠিত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে। কিন্তু এ দুই সরকারি বাহিনী ছাড়াও সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে কিছু বাহিনী গড়ে ওঠে। যেমন: কাদেরিয়া বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, বাতেন বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, হালিম বাহিনী, আকবর বাহিনী, লতিফ মীর্জা বাহিনী, জিয়া বাহিনী, ক্র্যাক প্লাটুন। এসব আঞ্চলিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সুতরাং আমি মনে করি না, কেবলমাত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনীরাই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন-১৫:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কাকন বিবি ১৯৭১ সালে সুনামগঞ্জের উলুবা সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তার ভাই রিপন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার প্রতিবাদে সভা-সমাবেশের আয়োজন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করেন।

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

খ. কোন ঘোষণাটিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. কাকন বিবি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন মানচিত্রে চিহ্নিত করে তার বর্ণনা দাও।

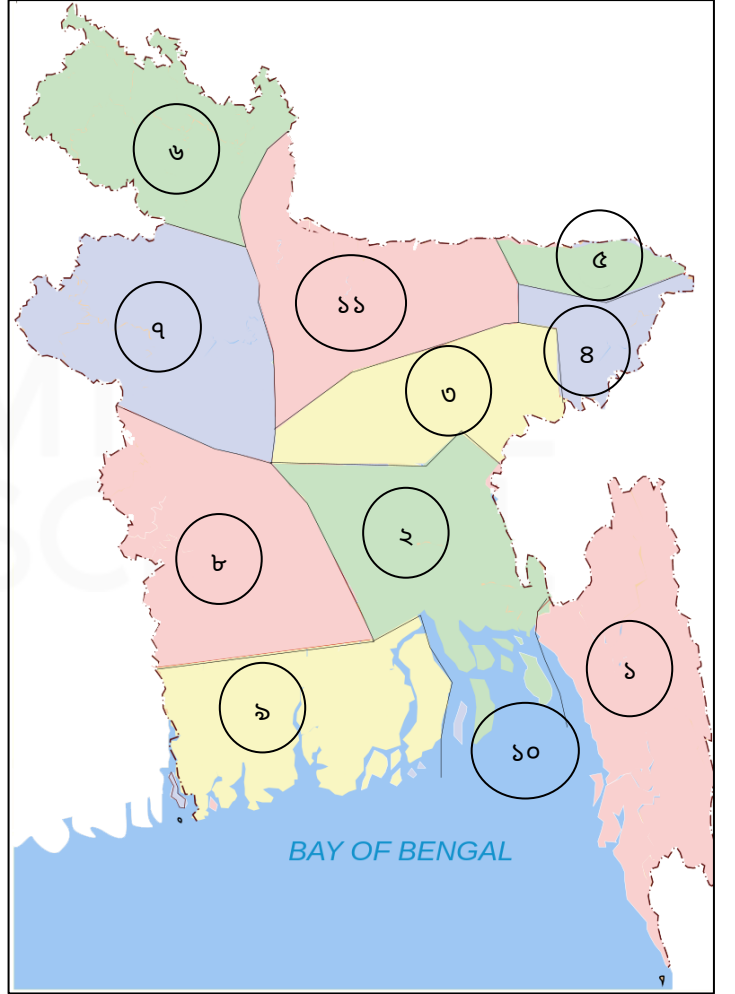
ঘ. মুক্তিযুদ্ধে রিপন সরকারের মতো লোকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী।

খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণের ঘোষণা সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

গ. কাকন বিবি ১৯৭১ সালে সুনামগঞ্জের উলুরা সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অর্থাৎ কাকন বিবি পাঁচ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধে পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে যে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়, তার মধ্যে পাঁচ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল- সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা। মানচিত্রে পাঁচ নম্বর সেক্টর চিহ্নিত করে দেখানো হলো:



ঘ. মুক্তিযুদ্ধে রিপন সরকারের মতো প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রবাসী এসব বাঙালিদের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ দ্রুত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি ও সাহায্য আদায় করে নেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একত্রিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসীদের আন্দোলন চলে। গণহত্যার প্রতিবাদে তারা সভা-সমাবেশ আয়োজন করে।

যেমন: উদ্দীপকে দেখা যায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত রিপন সরকার গণহত্যার প্রতিবাদে সভা সমাবেশের আয়োজন করেন। রিপন সরকারও এতে জড়িত ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ার বাঙালিরাও সোচ্চার হয়ে ওঠে। কেউ কেউ ভারতে গিয়ে যুদ্ধেও অংশ নেয়। এভাবে রিপন সরকারের মতো প্রবাসী বাঙালিদের অবদানে মাত্র নয় মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

প্রশ্ন-১৬:

নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. ১৬ই ডিসেম্বর কোন স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল?

খ. মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর বর্ণনা দাও।

গ. চিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে অংশের প্রতিচ্ছবি, তার বর্ণনা দাও।

ঘ. চিত্রের ঘটনাটির কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৬ই ডিসেম্বর জয় বাংলা স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল।

খ. দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন ১৯৭১-এর ২৯ মে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার বাটরা বাজারে তার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ বাহিনী অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,০৪৫ জন। পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এরা চরম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে।

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানেরই একটি অংশের প্রতিচ্ছবি।

১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হলেও এর আনুষ্ঠানিকতা ওই দিন দুপুর থেকেই শুরু হয়। মেজর জেনারেল অরোরা ও এ. কে. খন্দকার সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যান। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে হাজার হাজার বাঙালি রেসকোর্সে উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধে আত্মসমর্পণের সকল নিয়ম পাকবাহিনী অনুসরণ করে। বিকেল ৫টায় রেসকোর্স ময়দানে খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে বসে লে. জেনারেল নিয়াজি ও লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে পাকবাহিনী পরাজয় মেনে নেয়। আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী লে. জেনারেল নিয়াজি তার কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবার ও ইউনিফর্মের ব্যাজ খুলে লে. জেনারেল অরোরাকে দেন। এ সময় নিয়াজির জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিকের প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম— 'রিভলবারের সাথে সাথে নিয়াজি পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন।' আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই শুরু হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা।

ঘ. চিত্রে মুক্তিযুদ্ধে যৌথ বাহিনী কমান্ডারের নিকট বিপর্যস্ত পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ দেখানো হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব অনেক, মাঝখানে বিশাল রাষ্ট্র ভারত। পাকিস্তান তিনদিকে শত্রুভাবাপন্ন ভারতীয় রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ রকম বৈরী ভৌগোলিক অবস্থা তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের নৈতিক মনোবল ও কায়িক শক্তির ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, হানাদার বাহিনী দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এবং পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকায় নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলে। বিদেশি রাষ্ট্র ও দাতারা পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করে দেয়। সামরিক উপকরণ ও অর্থসংকট পাকবাহিনীর পরাজয়কে আরও ত্বরান্বিত করে। ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই বাংলাদেশ ও ভারত বাহিনী মিলে যৌথ বাহিনী গড়ে তোলে, যৌথ বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে সফল হয়। যৌথ বাহিনীর হাতেই পাকবাহিনী পরাজিত হয়।

সুতরাং আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, যৌথ বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধে সফলতা বাঙালির জয়ের কারণ এবং অবশেষে এ যৌথ বাহিনীর কাছেই পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আর চিত্রে আত্মসমর্পণের এ চিত্রই পতিফলিত।

প্রশ্ন-১৭:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জামি একটি প্রামাণ্য চিত্রে দেখল একটি শহরের ঘুমন্ত জনগোষ্ঠীর ওপর অন্য দেশের সেনাবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ঢকে তারা হত্যা করে অনেক ছাত্র ও শিক্ষককে। হঠাৎ আক্রমণে মারা যায় সাধারণ জনগণসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাজার হাজার মানুষ।

ক. কতজন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল?

খ. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাংলাদেশের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বর্ণনা কর।

ঘ. উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা- তুমি কি বক্তব্যটির সাথে একমত? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৯১,৬০৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের সর্বস্তরের পেশাজীবী মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করে। এ ভাষণের পর মহান নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ মুক্তিকামী জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে। তাই ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাংলাদেশের অপারেশন সার্চলাইটের গণহত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট। পাকিস্তানি সেনারা ২৫ মার্চ রাতে হঠাৎ ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু করে। পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালিয়ে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে অনেক বাঙালি সৈনিকদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ঢুকে তারা গুলি করে অনেক ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করে। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় ঢুকেও তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। মার্চের এই গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হয়। শুধু ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। ঢাকার বাইরে সারাদেশে সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি সেনাকে হত্যা করে। উদ্দীপকের অনুরূপ ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

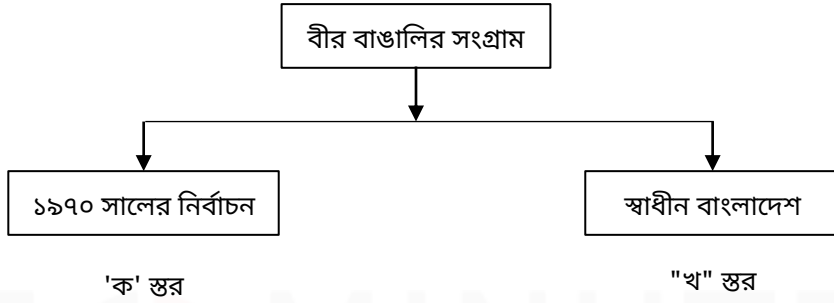
ঘ. উক্ত ঘটনা তথা অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষিতেই ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আমি এ বক্তব্যটির সাথে একমত।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী, ২৫ মার্চ রাত দেড়টায় (২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তার এ ঘোষণা ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা প্রচারে এগিয়ে আসেন। এদিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক কর্মী বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা

বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। একই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। বেতারে প্রচারিত এই ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। সুতরাং অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষিতেই ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা-এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

প্রশ্ন-১৮:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. সর্বজনীন অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ভিত্তিক প্রথম নির্বাচন ছিল কোনটি?

খ. আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর বাঞ্ছনীয় ছিল কেন?

গ. বাঙালি জাতি 'ক' থেকে 'খ' স্তরে কীভাবে পৌঁছায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক' স্তরটি বাঙালির ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল সর্বজনীন অনুষ্ঠিত পাকিস্তানভিত্তিক প্রথম নির্বাচন।

খ. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ জয়ী হয়। আর সে কারণেই আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকার গঠন বাঞ্ছনীয় ছিল।

গ. বাঙালি জাতি দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে 'ক' থেকে 'খ' স্তরে পৌঁছায়।

'ক' স্তরটি ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং 'খ' স্তরটি স্বাধীন বাংলাদেশের। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ফলে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের হয়েনা বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন গড়ে তোলে। এ সময় দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

সুতরাং বলা যায় জীবন বাজি রেখে বাঙালিরা চরম সংগ্রামের মাধ্যমে 'খ' স্তরে পৌঁছায় তথা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

ঘ. 'ক' স্তর তথা ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন বাঙালির ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দেয়নি। ফলে শুরু হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন। আর এতেই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়। গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। উদ্দীপকে “খ” স্তরে তার ইঙ্গিত রয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানিরা মুক্তির চেতনা লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রমাণিত হন।

সর্বোপরি ইতিহাস সাক্ষী ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পথ ধরেই বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিজয় আনতে সক্ষম হয়।

সুতরাং সুস্পষ্ট যে বাঙালির ইতিহাসে 'ক' স্তর তথা '৭০ সালের নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-১৯:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ইমন তার ভাই জাহিদের কাছে বেড়াতে আসলে জাহিদ ইমনকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে আসে। কলাভবনের সামনে আসতেই ইমন দেখতে পেল জাতীয় পতাকা দিবসের অনুষ্ঠান চলছে। ইমন এ দিবস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের আলোচকের কণ্ঠে ইমন তখন শুনতে পায় পতাকা উত্তোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের বর্ণনা।

ক. বাংলাদেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কত তারিখে?

খ. অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা কেমন ছিল?

গ. উদ্দীপকের ইমনের শুনতে পাওয়া আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

খ. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, অফিস-আদালতের কাজ অচল হয়ে পড়ে। দেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

গ. উদ্দীপকের ইমন '৭১ সালের মার্চের উত্তাল দিনগুলোর অসহযোগ আন্দোলনের বর্ণনা শুনতে পায়। '৭০-এর নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আকস্মিকভাবে এবং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। উদ্দীপকে ইমন ও জাহিদ এ পতাকা দিবসের অনুষ্ঠানই শুনতে পায়।

ঘ. উক্ত অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট '৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্যে প্রোথিত। জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ৩রা মার্চের অনুষ্ঠিতব্য ঢাকার অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি অধিবেশন বর্জনের আহ্বান জানান। জেনারেল ইয়াহিয়া

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এ নেতার কথায় ওরা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিস্ময় হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যেই ২রা মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটও রচিত হয়ে যায়। উদ্দীপকে এ পতাকা দিবসের ইঙ্গিত রয়েছে।

অবস্থা বেগতিক দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ওরা মার্চের পরিবর্তে ১০ই মার্চ এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানালে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রেক্ষাপটে তার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

প্রশ্ন-২০:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’বঙ্গবন্ধু।

ক. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ কোথায় ভাষণ দেন?

খ. আওয়ামী লীগ ৭ই মার্চের ভাষণের আয়োজন করে কেন?

গ. উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত ঘোষণা সংবলিত ভাষণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন রেসকোর্স ময়দানে, বর্তমানে যা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত।

খ. ৭ই মার্চের ভাষণের আয়োজন করেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ। আন্দোলনের গতিধারা আরও বেশি জোরদার করার আহ্বান জানাতে এবং আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ ও ঘোষণা করতে তারা এ ভাষণের আয়োজন করে।

গ. উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এক গৌরবময় অধ্যায়। দীর্ঘ ২৪ বছরের অত্যাচার ও শোষণের অধ্যায় মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। এ ভাষণ স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল।

বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন তাই পরবর্তীকালে বাঙালির স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে জয় ছিনিয়ে আনে। সুতরাং সর্বোত্তমভাবে তাঁর উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘোষণাটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংবলিত। এ ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তান সরকারকে সর্বাঙ্গিক অসযোগিতা করার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে চূড়ান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে ২৫শে মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে চারটি পূর্বশর্ত ঘোষণা দিয়ে বলেন— সামরিক শাসন প্রত্যাহার, গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত এবং সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু এ দাবিগুলো মেনে না নেয়ায় বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে বাঙালির স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচিত হয়। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষিতে ভাষণটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

প্রশ্ন-২১:

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

‘ক’ দেশের প্রশাসকগণ নির্বাচনে হেরে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা না দিয়ে প্রহসনের আলোচনায় বসেন। অবশেষে তারা আলোচনাকে ভণ্ডুল করে দিয়ে সামরিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার প্রয়াস চালান।

ক. মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক হয় কত দিনের?

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝ?

গ. ‘ক’ দেশের প্রশাসকদের সামরিক হস্তক্ষেপের সাথে পাকিস্তানের কোন সামরিক আগ্রাসনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘ক’ দেশের প্রশাসকদের অনুরূপ কালক্ষেপণের বৈঠক হয়েছিল একাত্তরের মার্চে – যথার্থতা তুলে ধর।

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৭১ সালের মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ছিল ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৯ দিনের।

খ. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম অপারেশন সার্চলাইট।

গ. ‘ক’ দেশের সামরিক হস্তক্ষেপের সাথে পাকিস্তানের সামরিক আগ্রাসন অপারেশন সার্চলাইট-এর মিল রয়েছে। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ ছিল মূলত পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যার অভিযানের নাম। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে এক নারকীয় গণহত্যা চালায়। উদ্দীপকেও তদ্রূপ নির্বাচনে পরাজিত ‘ক’ রাষ্ট্রের প্রশাসকদের সামরিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার প্রয়াস দেখা যায়। পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ তথা সমগ্র বাঙালি জাতিকে দমন করতে যে নির্ভুর, অমানবিক সামরিক আগ্রাসন চালায় তার নাম দিয়েছিল তারা ‘পরারেশন সার্চলাইট’। সুতরাং বলা যায়, ‘ক’ দেশের প্রশাসকদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক আগ্রাসন ‘অপারেশন সার্চলাইট-এর মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে ‘ক’ দেশের প্রশাসকগণ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে কালক্ষেপণ করে। অনুরূপ কালক্ষেপণ আমরা দেখতে পাই ‘৭০ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগের নিকট তৎকালীন সামরিক জাভা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক অচলাবস্থা। ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে কতিপয় নেতৃবৃন্দসহ ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আসেন। ১৬ই মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনা চলে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত। জুলফিকার আলী ভুট্টো বৈঠকের শেষ পর্যায়ে যোগ দেন। মূলত আপাতদৃষ্টিতে তারা অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে আলোচনার ভাব দেখালেও তার মূল উদ্দেশ্য ছিল কালক্ষেপণ করা। আর এর সুযোগ নিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী ও সামরিক সরঞ্জাম গোপনে আনার কাজটি সম্পন্ন করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তারা বাঙালি নিধনে মেতে ওঠে, গণহত্যা চালায়।

অর্থাৎ ‘ক’ দেশের মতোই ছিল পাকিস্তানিদের বৈঠক।